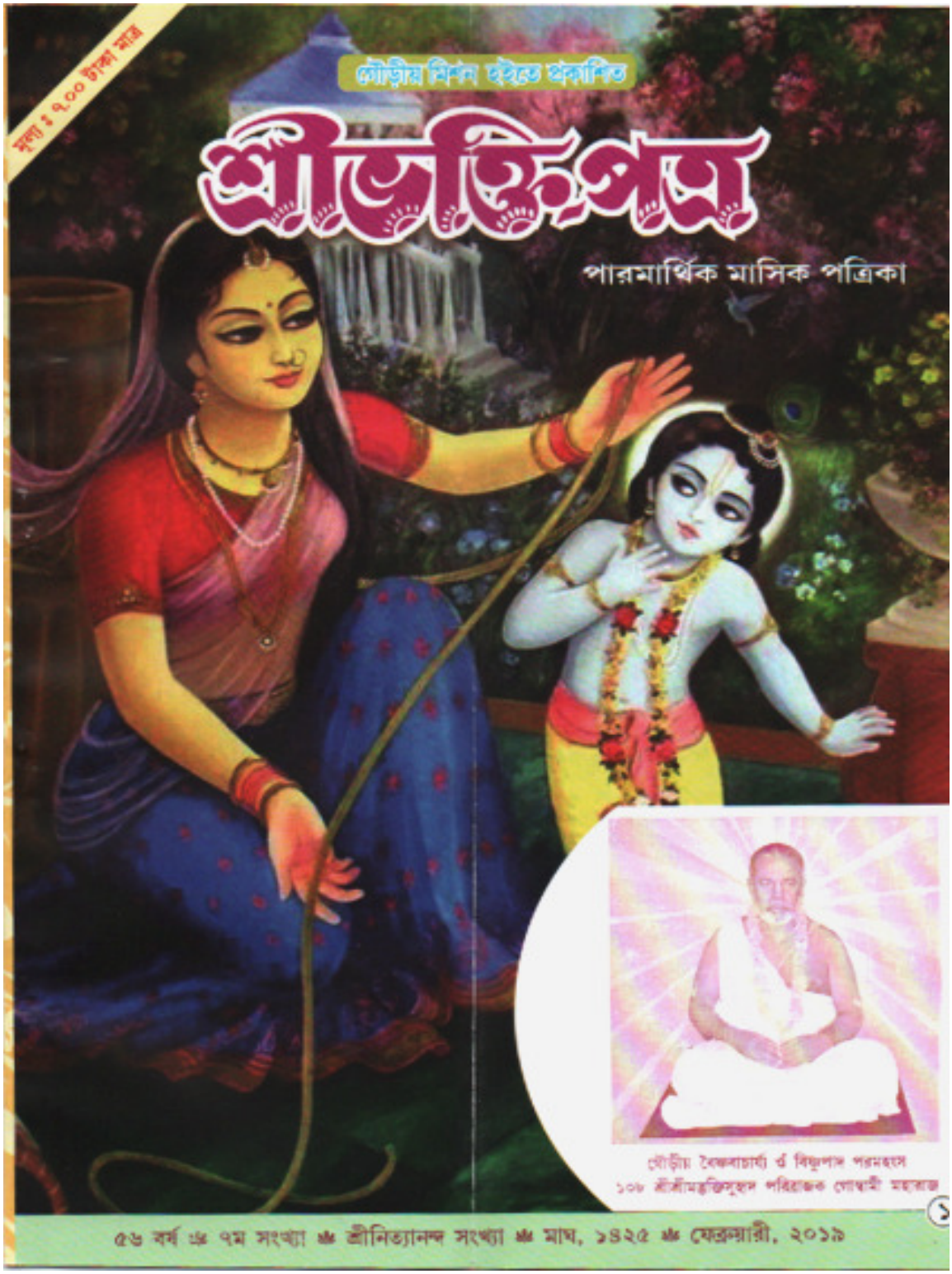

মূল্য ঃ ৭.০০ টাকা মাত্র
গৌড়ীয় মিশন হইতে প্রকাশিত
শ্রীভক্তি-পত্র
পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা
গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস
১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ
৫৬ বর্ষ ৭ম সংখ্যা শ্রীনিত্যানন্দ সংখ্যা মাঘ, ১৪২৫ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯

গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার কলকাতা-৩ ফোঃ 2554-4155, 9903615586, 9804417544
e-mail :- gaudiya@gaudiyamission.org
visit us : www.gaudiyamission.org
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদ। ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট, ৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির,
৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়,
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218,
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির,
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া-741104 ফোনঃ-7602817814
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া, বর্দ্ধমান-713212 ফোনঃ-2520-358 STD-0343
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর, মেদিনীপুর (পূর্ব), পিন-৭২১৪৫২, মো ঃ ৭৬০২৯৭৬৮৫, ৯৯০৩০৬৫২৬২
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম, কুলুশীর্ষা, কুড়মিঠা, বীরভূম (পঃবঃ)
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী পোঃ পুরী-752001 (উড়িষ্যা), মো ঃ ০৯৮৬১৩৬৯৪১৭
১৩। আর্তাশ্রম, পুরী, ১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার, কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্ম গৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী, পিন-752011 মোঃ 09937355847/ 07873515784
১৮। আর্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019 উড়িষ্যা মো ঃ 096920 22603
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর, পাটনা-800001 (বিহার) ফোন-2200854 STD-0612
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001 বিহার ফোন-2225116 STD-0631 মো ঃ ০৯৪৩০৬৩৮৯৮৪
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ এলাহাবাদ-211006 (ইউ. পি.), মো ঃ-09451179811, 08005333259
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং, বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন, মথুরা-281121 মোঃ-০৮৭৫৫৫০৮৪১৩
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004 ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর, মোগলসরাই (ইউ. পি.), পিন-২৩২১০১, ফোন-256022 STD-05412
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী পিন-110016, ফোন-26868743, STD-011
e-mail : gaudiyamath.delhi@gmail.com
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব) মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
e-mail : gaudiyamission.mumbai@gmail.com
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র, হরিয়ানা-136118, ফোন-9467328883
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি আসাম-788163, মোঃ-9435179292
৩২। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। মোঃ - 9434345435
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গ্রাম-শিংপুর, পোঃ-বাদলপুর, থানা-সবং পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১৬৬, মোঃ - 9635185495
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড, পোঃ- রাধাকুণ্ড, জেলা-মথুরা, (U.P.), পিন-281504, মোঃ 09454875061, 08979369504
৩৫। গৌড়ীয় মিশন, Bye Lane Rodali Path, গ্রাম-উদালবাক্রা, পোঃ-লাল গণেশ, কামরূপ মেট্রো, পিন-৭৮১০৩৪ আসাম-৯৭০৬৫৭২৩১, মোঃ ০৯৭০৬৫২৭২৩১
৩৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, হেমন্ত মুখার্জী সরনি, ওয়ার্ড নং ৩০,দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৪, মোঃ ০৯৮৭৪৯৬৬২৪১/৭৬৯৯০৮৩৮২৭
৩৭। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৮। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুলটন এভিনিউ, রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	লেখক	পত্রাঙ্ক
১। সারকথা	শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হইতে সংগৃহীত।	৩
২। প্রশ্নোত্তরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত ও শ্রীল প্রভুপাদের বাণী	—	৪
৩। শ্রীল গোস্বামীপাদের অন্তিমকালীন কয়েকটি হরিকথা	শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ।	৫
৪। মনুষ্য জন্মের সার্থকতা	শ্রীল ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের ভাষণ	৬
৫। আমার প্রভুর কথা	শ্রীশ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের প্রবন্ধ	৮
৬। ভক্তির গতিশীলতা	শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী	৯
৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ কি	—	১০
৮। মহারাজ ভরত	পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে	১১
৯। দশদিন ব্যাপী কলকাতায় শ্রীচৈতন্যজন্মোৎসব ও মেলা....	শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী	১৩
১০। প্রচার প্রসঙ্গ	—	১৪
১১। গুরুপূজার আমন্ত্রণ পত্র	—	১৭
১২। বীরভূমে একটি নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির	—	১৭
১৩। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা	—	১৮

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা
প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত
**গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক
মহারাজের নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।**
**(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের
কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)**

শ্রীভক্তি-পত্র

**"ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥"
—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর**

**"ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥"
—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী**

৫৬ বর্ষ ❀ ৭ম সংখ্যা ❀ শ্রীনিত্যানন্দ সংখ্যা ❀ মাঘ, ১৪২৫ ❀ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯

সারকথা

**কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাঁহার স্বরূপ।
গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর, নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ ॥
(চৈঃ চঃ মঃ—২১।১০১)**

**বন দেখি' ভ্রম হয়—এই 'বৃন্দাবন'।
শৈল দেখি' মনে হয়—এই 'গোবর্ধন ॥'
যাহাঁ নদী দেখে তাহাঁ মানয়ে—'কালিন্দী'।
মহাপ্রেমাবেশে নাচে প্রভু পড়ে 'কান্দি' ॥
(চৈঃ চঃ মঃ—১৭।৫৫-৫৬)**

**ঐশ্বর্য-মাধুর্য-কারুণ্যে স্বরূপ-পূর্ণতা।
ভক্তবাৎসল্য, আত্মপর্যন্ত বদান্যতা ॥
(চৈঃ চঃ মঃ—২৪।৪২)**

**যেবা নাহি বুঝে কেহ, শুনিতে শুনিতে সেহ,
কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত।
কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি, জানিবে রসের রীতি,
শুনিলেই বড় হয় হিত ॥
(চৈঃ চঃ মঃ—২।৮৭)**

**কহিবার কথা নহে, কহিলে কেহ না বুঝয়ে,
ঐছে চিত্র চৈতন্যের রঙ্গ।
সেই সে বুঝিতে পারে, চৈতন্যের কৃপা যাঁরে,
হয় তাঁর দাসানুদাস-সঙ্গ ॥
(চৈঃ চঃ মঃ—২।৮৩)**

**এই বাক্যে সাক্ষী মোর আছে মহাজন।
যাঁর বাক্য সত্য করি মানে ত্রিভুবন ॥
(চৈঃ চঃ মঃ—৫।৭৬)**

প্রশ্নোত্তরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এর দ্বারা যে, অনুক্ষণ ভগবানের নাম নিতে হবে না—শয়নে, স্বপনে, আহারে, বিহারে সকল সময় সর্বস্থানে ভগবানের নাম নিতে হবে না, তা উদ্দিষ্ট হয় না। কারণ ভগবানের সেবার জন্য ভগবানকে ডাকা বৃথা নয়, তাহাই একমাত্র কর্ত্তব্য। কিন্তু অন্য উদ্দেশ্যে অর্থাৎ নিজের কোন কামনা পূরণের জন্য ভগবানকে ডাকার অভিনয়ই—বৃথা কার্য। ভগবানের নাম কখনও বৃথা অর্থাৎ ধর্মার্থকামমোক্ষ-কামনায় গ্রহণ করিতে হইবে না, কিন্তু ভগবানের সেবার জন্যই অনুক্ষণ ভগবানকে ডাকিতে হইবে।

প্রঃ—আত্মা, মন ও দেহ—এই তিনটিতে কি ভেদ?

উঃ—শাস্ত্র আত্মা, মন ও দেহ অর্থাৎ চিৎকণ, চিদাভাস ও জড়—এই তিনটি বিষয়ের পরস্পর ভেদ ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন। আত্মা দেহ ও মনোরূপ সত্ত্বের সত্ত্বাধিকারী। দেহ ও মন আত্মার সম্পত্তি, আত্মা আবার পরমাত্মার সম্পত্তি। আত্মার দুটি দেহ বা উপাধি—একটি সূক্ষ্ম উপাধিরূপ মন, আর একটি স্থূল উপাধিরূপ দেহ। বহির্দ্দেহ পঞ্চভূত বা পরমাণুর সমষ্টি, অন্তর্দেহ বা মানসিক দেহ বহির্দ্দেহের চালক। আত্মা বদ্ধাবস্থায় মনের দ্বারা বিজাতীয় সম্পত্তির সহিত সংশ্লিষ্ট। আত্মা সুপ্ত বলে অধুনা পরমাত্মার সেবায় অনভিজ্ঞ। মালিককে সুপ্ত দেখে অধীনস্থ কর্মচারীদ্বয় মালিকের স্বার্থ দেখবার পরিবর্ত্তে তাদের নিজ নিজ অপস্বার্থ দেখছে।

মন পরিবর্ত্তনশীল, আত্মা অপরিবর্ত্তনীয়, নিত্য। মনের কার্য—ভোগ বা নির্ভোগ (ত্যাগ), আত্মার কার্য—ভগবানের সেবা। মন তৃতীয়-মানের বস্তু পর্যন্ত জানতে পারে, চতুর্থমানের মন তৃতীয়-মানের বস্তু পর্যন্ত জানতে পারে, চতুর্থমানের বস্তু (অধোক্ষজ বস্তু) জানবার অধিকার মনের নেই। জগতের অভিজ্ঞতা থেকে বাস্তব সত্যকে—অতীন্দ্রিয় বস্তু ভগবানকে জানা যায় না।

প্রঃ—আমার ত জগতের অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নেই; তা হলে এ সমস্ত বিষয় কি করে জানা যাবে?

উঃ—বর্তমান অবস্থাতে সে সমস্ত বিষয় জানা অত্যন্ত কঠিন তা যেমন সত্য, তদ্রূপ সে সব বিষয় জানবার যে উপায় আছে, তাও সত্য। আমাদের দূর-দেশস্থ বান্ধবের সংবাদ পিয়ন এনে দেয়।

প্রঃ—কারও কারও সংবাদ পিয়ন না আনতেও পারে ত?

উঃ—পিয়ন যাদের চিঠি এনে দিল না, জানতে হবে তাদের কপাল বড়ই মন্দ। তবে একটা কথা—যাহারা সংবাদের জন্য আর্ত্ত, তাদের কাছে অবশ্যই পিয়ন সংবাদ এনে দেয়। *(ক্রমশঃ)*

শ্রীল প্রভুপাদের বাণী

''মঠ অনিত্য জগতের নিত্য বৈকুণ্ঠ-নিকেতন, গুণময় জগতে নির্গুণ বাস। মঠ সর্বক্ষণ চেতন কথায় মুখরিত। শ্রীগৌড়ীয় মঠ—শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর প্লাবন ক্ষেত্র।

(গৌড়ীয় ৮ম খণ্ড ৪৮ সংখ্যা)

''মঠ—হরিকীর্ত্তনের কেন্দ্র, হরিকীর্ত্তনই জীবন ও চেতনতা; সেখানে যাহাতে কোন প্রকার আলস্য, অসদাচার, গ্রাম্য চিন্তা, গ্রাম্য কথা কিম্বা ইতর বাসনা বিন্দুমাত্রও স্থান না পায়, এজন্য তোমাদিগকে দ্বারে দ্বারে গিয়া সাধারণের নিকট হরিকীর্ত্তনের পরীক্ষা দিতে হইবে।''

(সঃ তোঃ ২৩৭ পৃঃ)

''শত বিপদ, শত গঞ্জনা ও শত লাঞ্ছনায়ও হরিভজন ছাড়বেন না। জগতের অধিকাংশ লোক অকৈতব কৃষ্ণসেবার কথা গ্রহণ করছে না দেখে নিরুৎসাহিত হবেন না; নিজ ভজন নিজ-সর্বস্ব কৃষ্ণকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ছাড়বেন না। তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হয়ে সর্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন করবেন। জগতে শ্রীরূপানুগচিন্তাস্রোতঃ প্রবাহিত হউক। সপ্তজিহ্ব শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন যজ্ঞের একান্ত বর্দ্ধমান অনুরাগ থাকলেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হবে।''

(গৌড়ীয় ২০ খণ্ড, ৩৫৭ পৃঃ)

''প্রেয়ঃপন্থী আমরা, আমাদিগের চক্ষু রুন্মীলনের জন্য আমাদের প্রেয়বস্তুগুলির মধ্যে যে কতপ্রকার অসুবিধা আছে, তাহা শ্রীচৈতন্যদেব স্তরে স্তরে সাজাইয়া রাখিয়া দিয়াছেন। আমাদের খারাপ স্বাস্থ্য দিয়াছেন, পদে পদে বিপদ দিয়াছেন, প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে ক্ষণভঙ্গুরতা রাখিয়া দিয়াছেন—আমাদেরকে শ্রেয়ঃপন্থী করিবার জন্য?''

(গৌড়ীয়—১৭।৪৮১)

শ্রীল গোস্বামীপাদের অন্তিমকালীন কয়েকটি হরিকথা

স্থান- শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, তাং-২৩-০৪-২০১৮

গুরুপাদপদ্ম বিনা আর সব বৃথা

ভালবাসা দিয়ে বানাতে হয় গুরুদেবের এই ঘর। এতে কোনো প্রকারে বা এই ঘর (শাশ্বত ঘর) -এর সঙ্গে একবার মিত্রতা হলে আর ছাড়া যায় না—এই Channel -এ চলতে থাকে। এখানে কোনো লোকসান নাই, কেবল লাভ। বিশ্বাস করাটা কেবল মুশকিল। মাধব দয়িত ঘরে প্রবেশ করানই কেবল উদ্দেশ্য। জগতের লোক জগতের জিনিস পায় কিন্তু তবু হারায়। বৈকুণ্ঠের জগতে হারানোর কথা নেই, ওখানে কেবল লাভই লাভ। জগতের বস্তু লাভ, বৈকুণ্ঠ জগতের মত লাভের লাভ বস্তুর মতন নয়। মাধব দয়িত জিনিষ এই জায়গায় লাভ নিত্যকালের লাভ।

মানসিক তাপ থেকে উদ্ধার পেয়ে কেউ কেবল পারমার্থিক জগতের দিকে যাত্রা করে। এতে জীবের আনন্দের সীমা নাই এতে অন্যাভিলাষের কথা আসেই না, সদা সর্বদা ভগবৎ দর্শন—এই নিয়ে থাকতে হয়। মানুষ অতিমর্ত ভূমিকা লাভ করতে পারে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অতি দয়ার্দ্র হয়ে পরম প্রসাদজ আনন্দ জীবকুলকে দান করে এই অতিমর্ত কৃপার নিদর্শন দেখিয়েছেন।

মোরে যদি উপেক্ষিবে দয়া-পাত্র কোথা পাবে,
'দয়াময়' নামটি ঘুচাবে।
এ ভক্তিবিনোদ কয় দয়া কর দয়াময়
যশঃ কীর্তি চিরদিন পা'বে ॥

—(যামুনা ভাবাবলী)

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অপ্রাকৃত রস সাহিত্যিক বলে তাঁর পক্ষে এই সব Line-এ আসা সম্ভব হয়েছে। জীব কখনও তাঁর দয়ার কথা ভুলতে পারবে না। মানুষ মনুষ্য দেহ ধারণ করে এর বেশিও দিতে পারবে না। কাজে কাজেই ভগবানের যশঃ কথা, বীর্যবতী বাণীর কথা কেউ বলতে পারবেও না। শত শত সম্ভাবনা দেখা গেলেও ফলবতী হবে না। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্বন্ধে বলছেন—

তাঁহার করুণা কথা, মাধব-ভজন প্রথা,
তুলনা নাহিক ত্রিভুবনে।
তাঁর সম অন্য কেহ, ধরিয়া এ নরদেহ,
নাহি দিল কৃষ্ণপ্রেমধনে ॥

(চৈঃ চঃ অনুভাষ্যের উপসংহার পদ্যপ্রসূনমালা-৭২ পৃঃ)

গুরুদেবেরই সব ধন

লোকে মন্দির করে তাতে ঠাকুরকে বসায় কিন্তু এখানে ঠাকুরকে বসানোর ছন্দ বা আইন নাই। ঠাকুর সর্বদা প্রাণ জুড়ে বসে থাকেন। এটা এক অনুভূতি, অপ্রাকৃত রাজ্যের কথা, কেবল কথা মাত্র নয়। এই পরীক্ষিত সত্য—জীবনে অনুভূত হয়। তাই গুরুদেব মানুষের দেবতা হয়। এখানে কোনো প্রকার কল্পনার কথা বলা হচ্ছে না, অতিশয় অনুভবের কথা বলা হচ্ছে। যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা বলছেন; তাঁরা কারা? তাঁরা হচ্ছেন আমার গুরুবর্গ। তাঁদের কথায় কখনও মনুষ্য বুদ্ধি আরোপ করা চলে না। তাঁরা সবসময় মাপকাঠির বাইরে অবস্থান করেন। যদি কেউ মাপতে চায় সে থই খুঁজে পাবে না অর্থাৎ ইনারা কোনো বিষয়ে মেপে নেওয়া বুদ্ধিতে বা ধরাছোঁয়া বুদ্ধিতে চলেন না। এমনই তাঁদের ব্যক্তিত্ব গাম্ভীর্য।

আগম নিগম পর বেদবিধি অগোচর
তাহা কৈল পতিতেরে দান।
কহে আত্মারাম দাসে না পাইনু কৃপালেশে
রহি গেনু পাষাণ সমান ॥

—(প্রাঃ মঃ কীঃ)

এই রাজ্যের অনুশোচনা আছে, দর্শনের অভাব আছে বলে অদর্শন জনিত ব্যথা পেতে হয়। এইটা হয় অযথা হতে পারে—এর কোন ঠিক ঠিকানা নেই, কখন হবে কখন না হবে এই কথা। মাধব দয়িত সংসারে প্রবেশের এই হচ্ছে Secret Line. এসব ছাড়া আর কোনো অবস্থাই ওনাকে ভেদ করা যায় না বা যাবে না। মাধব দয়িত কথা ইহ জগতে আছে কেউ কি শুনাইয়া দিবে? কৃষ্ণপ্রেম ধন একমাত্র মাধব দয়িত বিনা আর কার আছে? মাধব দয়িত ছাড়া মাধবের কথা শুনাবার লোক নাই। কেবল জড়বাদী কতিপয় লোক আছে যারা এর খবর রাখে না বা Care করে না, ধ্যান দিয়েও শুনে না। কেবল চৈতন্যর যশ গাইবার লোকের অভাব। মাধব দয়িত রাধা তাঁর পরিকর এদের কথা যাঁদের প্রাণের 'ধন' হয়েছে তাঁরা এই কথাটার ধারণ ও মূল্যায়ণ করতে পারবেন। এই কথাটা যাঁরা সার করেছেন তাঁরাই জগতে শ্রীল প্রভুপাদের যশ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের যশ পুনঃ প্রবর্তিত করতে পারেন, আর অন্য কোনো লোকের দ্বারা সম্ভব না।

মনুষ্য জন্মের সার্থকতা

শিষ্যবর্গের সাধারণ সভায় শ্রীল গুরু গোস্বামী ঠাকুরের ভাষণ

বক্তাঃ—শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর, স্থান-শ্রীগোপাল জীউর মন্দির-রায়পাড়া-উড়িষ্যা, তাং- ২৬-১১-২০১৮

আজ শ্রীগোপাল জীউয়ের মন্দির প্রাঙ্গনে উপস্থিত হয়ে আমার ইষ্টদেবতা শ্রীগোপাল জীউ-এর শ্রীচরণে অনন্তকোটি প্রণাম জানাই। শ্রীগৌড়ীয় মিশনের অনুগত ব্রহ্মচারী, রায়পাড়া যাজপুর অঞ্চলে স্থিত ভক্তমন্ডলী সমস্ত গ্রামবাসী শ্রদ্ধালুজনকে আমার হৃদয়ের শুভেচ্ছা জানাই। শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে বর্ণিত শ্রীঋষভদেবের কথা কীর্ত্তন মুখে শ্রবণ করে আমার জীবনকে সার্থক করবার প্রয়াস করছি।

ভগবানের অংশ অবতার ঋষভদেব যাঁর প্রথম পুত্ররূপে এসেছিলেন ভরত মহারাজ, যাঁর নামানুসারে ভারতবর্ষ নাম হয়েছে। ঋষভদেবের একশত পুত্র ছিল, যে সময় পুত্ররা কৈশোর অবস্থা প্রাপ্ত করেছিলেন পিতা ঋষভদেব পুত্রদের ডেকে নিজের কাছে বসিয়ে বললেন আমি পিতা হয়ে তোমাদের কিছু সত্য ও আধ্যাত্মিক চেতনার কথা বলব—

নায়ং দেহো দেহভাজাং নৃলোকে
কষ্টান্ কামানর্হতে বিড়্ভুজাং যে।
তপো দিব্যং পুত্রকা যেন সত্ত্বং
শুধ্যেদ্যস্মাদ্ব্রহ্মসৌখ্যন্ত্বনন্তম্ ॥ (ভাঃ ৫।৫।১)

হে পুত্রগণ! দিব্য তপস্যা কর, এই শরীর পরমার্থ অর্জন করবার জন্য পেয়েছি, কাম ভোগের জন্য নয়। এই শরীর ক্ষণভঙ্গুর, জড়ব্যাধিগ্রস্ত ও বিকারশীল। তোমাদের ভেতরে দেহী অর্থাৎ আত্মা বসে তোমাকে চেতনা ও শক্তি দিচ্ছেন তাকে জানবার চেষ্টা করো। সেই শরীরী অর্থাৎ আত্মা ঈশ্বরের অংশ। যদি তুমি সেই ঈশ্বরকে জানবার প্রয়াস না করো তাহলে জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল। কেমনভাবে ব্যর্থ হবে? না 'বিড়্ভুজাং যে' অর্থাৎ কুকুর, শূকর এদের মতো। এরাও সংসার করে, পুত্রকন্যা জন্ম দেয়। এই মনুষ্য শরীর টাকা রোজগার, স্ত্রীসম্ভোগ, বাড়ী গাড়ী, ভালো কাপড় পরবার জন্য নয়, দুর্ল্লভ এই নরশরীর দ্বারা আরো উত্তম উৎকৃষ্ট বস্তু লাভ করবার যোগ্যতা আছে।

''আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য নিধিধ্যাসিতব্য''

এই শরীর দিয়ে তুমি আত্মা বা আত্মার আত্মা পরমাত্মাকে জানবার চেষ্টা করবে। তাঁকে ভালোবাসা, জানা এবং তাঁর নিত্য সেবা লাভ করবার প্রয়াস করা প্রয়োজন, —ঋষভদেব একথা বললেন।

নায়ং দেহো দেহোভাজাং নৃলোকে
কষ্টান্ কামানর্হতে বিড়্ভুজাং যে...

এই শরীর তোমার বিড়াল, কুকুর শৃগাল তুল্য নহে। তুমি যেমন রসগোল্লা খেয়ে, পনিরের সব্জি খেয়ে আনন্দ উপভোগ করছ, তারাও তেমনি তোমার বিষ্ঠা খেয়ে আনন্দ উপভোগ করছে। এই নর শরীর উত্তম শরীর। এই শরীর পেয়ে তুমি চাষ করবে, বিবাহ করবে, ভালো ঘর বাড়ী গাড়ী সন্তানসুখ অর্থাৎ যত প্রকার জড় ইন্দ্রিয় সুখের চেষ্টা করবে। আর যতদিন যাবে ইন্দ্রিয়ের শক্তি ও কর্মক্ষমতা হারিয়ে যাবে. ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করার সামর্থ্য আর থাকবে না। আজ বালক কাল কৈশোর যৌবন পেরিয়ে বার্দ্ধক্য শেষে শ্মশানবাসী হবে।

'সর্বেন্দ্রিয় দুর্বল ক্ষীণ কলেবর
ভোগাভাবে দুঃখিত অন্তর ॥''

(ভঃ বিঃ গীতি)

এইরকম বিকারশীল শরীরের চর্চা না করে তাঁকে আনন্দ দেবার চেষ্টা করা বুদ্ধিমানের কাজ। শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ উপনিষদাদি শাস্ত্র বলছেন—

''নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং'—এই সুদুর্ল্লভ শরীর দিয়ে আমি যে কর্ম করছি কুকুর বিড়াল পক্ষীও সেই একই কাজ করছে। ঋষভদেব পুত্রদের বললেন—'তপো দিব্যং পুত্রকা যেন সত্ত্বং শুধ্যেদ্।' আমার সেবা করবার প্রয়োজন নাই, দিব্য তপস্যা করো যতক্ষণ না তোমাদের ইন্দ্রিয়, মন, আত্মা শুদ্ধ হয়। আমরা কাম, ক্রোধ লোভ মাৎসর্যের বশ হয়ে আত্মাকে শুদ্ধ করতে পারব কি? কখনো সম্ভব নহে, এমনকি বিরাট বিদ্বান ব্যক্তিও নিজ ইন্দ্রিয়বশ হয়ে অকার্য কু-কার্য করে বসেন। সেজন্য ঈশ্বর কি তত্ত্ব বস্তু তা জানবার জন্য গীতা, উপনিষদ ভাগবত পড়ো ও ঈশ্বরের উপাসনা ও তাঁকে জানবার চেষ্টা করো। তুমি আজ না মানলে ধীরে ধীরে মানতে বাধ্য হবে। যৌবন কালে শরীরে রক্তের একটা

শক্তি থাকে তখন সে অর্থ উপার্জন করে, স্ত্রীসঙ্গ আদি ইন্দ্রিয় ভোগ করে সে মনে করে তার ঈশ্বরকে জানবার দরকার কি? শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন—

''ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥''

(গীতা-১৮।৬১)

ভগবান সর্বজীবের হৃদয়ে বসে তাঁর নিজ শক্তি মহামায়ারূপ যন্ত্রের উপরে বসিয়ে মোহ বাসনা আশা দিয়ে ঘোরাচ্ছেন।

''ত্বমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥''

(গীতা-১৮।৬২)

সেই ঈশ্বরের শরণ নেওয়া দরকার, তাঁর কৃপা হলে আমাদের জীবনে পরম শান্তি লাভ হবে। এই সংসারে যে সুখ তা ক্ষণিকের এবং পেছনে দুঃখের লম্বা লাইন, মহামায়া এভাবে আনন্দ দিচ্ছেন। আর যে নিত্য, সনাতন, বাস্তব আনন্দ সেটা ভগবানের চরণে আছে। তুমি যদি তাঁর অনুসন্ধান না করো, ভজন না করো, তাঁর চরণে এসে প্রণত না হও তো আনন্দ কিভাবে পাবে?

যেমন এই প্রাচীন গোপাল মূর্ত্তি দেখে হৃদয়টা শান্ত হয়ে গেল। ইনি শুধু গৃহদেবতা বা গ্রাম্যদেবতা নয়, তিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মালিক। সে তাঁর বংশীধ্বনির দ্বারা জগতের সকল শুদ্ধ জীবের চিত্তকে আকর্ষণ করে আনন্দ দেয়। তিনি হচ্ছেন গোপীজনবল্লভ, আনন্দকন্দ, আনন্দাম্বুধি। আর তোমরা কোথায় আনন্দ খুঁজছ? একটা ঘর বানিয়ে সন্তান নিয়ে আনন্দ পাওয়ার চেষ্টা করছ, সেখানে পদে পদে দুঃখ। সেই ছেলেটা একদিন বড় হয়ে চাকরি করে বিবাহ করে তোমাকে ছেড়ে চলে যাবে আর কোন না কোন উপায়ে তোমার কাছে দুঃখ পৌঁছবে এটাই result. কেন, শাস্ত্র বলছেন—তুমি ঈশ্বর ভজন করলে না, যাকে শ্রদ্ধা করার দরকার, যে নিত্য পরমানন্দ স্বরূপ তাকে ভজন করলে না। শুধু পুত্র কন্যা বাড়ী ঘর বিষয়াদি নিয়ে ডুবে রইলে, তার ফল স্বরূপ দুঃখ পেতে হলো।

'সংসার ইহ পুরু দুঃখদুঃখম্'

—(ভাঃ ১০।১৪।২২)

বললেন—আজ তোমরা এই কথাটি বুঝতে না পারলেও যেদিন তোমাদের শুভদিনের উদয় হবে তখনই বুঝতে পারবে। তোমার হৃদয়ে যে দেবতা বসে আছেন তাঁর প্রতি প্রেমটা না দিয়ে অনিত্যবস্তু বিষয়ের প্রতি প্রেমটা দিচ্ছ আর আনন্দ পাবার চেষ্টা করছ তুমি 'না ভজ হৃদয়রাজে।'

এক বালক ইটের টুকরা মাটি নিয়ে খেলা করে ঘর বানায়, চুলা তৈরী করে রান্না করে কিন্তু যখন তার মা তাকে ডাকে, তখন সব ভেঙে দিয়ে চলে যায়। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলছেন তোমাদের এই সুখ পাবার চেষ্টাটা বালকের ন্যায় 'অর্ভক চেষ্টিতম্ যথা।' (ভাঃ ১০।৩৯।১৯) যে ভগবান তোমার ভিতরে বসে তোমাকে জ্ঞান দিল, কর্মক্ষমতা দিল, যে না থাকলে তোমাকে মৃতদেহ বলা হয় আর তুমি তাঁকে বাদ দিয়ে বিষয়ে মজে আছো।

''গর্দভের মত আমি করি পরিশ্রম।
কার লাগি এত করি না ঘুচিল ভ্রম ॥'' (ভঃ বিঃ গীতি)

আমার সামনে যে মহিলা ও পুরুষ ভক্তগণ বসে আছেন তারা জানেন দিনরাত পরিশ্রম করছেন একটু ইন্দ্রিয় সুখের জন্য। আবার এত করেও সেই আনন্দ ক্ষণস্থায়ী।

'কষ্টান্ কামানর্হতে বিড্ভুজাং যে'—সংসার ভোগ করার যে প্রয়াস তা বহু প্রয়াস ও কষ্ট সাধ্য। অথচ এর একশত ভাগের একভাগও যদি ঈশ্বরের সুখের জন্য করা যায় তো তোমার জীবন আনন্দময় হয়ে যাবে।

এখানে গোপাল জীউ আছেন, ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম ঠাম হয়ে বংশীধ্বনি করে ডাকছেন, এসো! আমার কাছে এসো, তোমাদের হৃদয়কে আকর্ষণ নিশ্চয়ই করেন।

''অশোক অভয় অমৃত আধার
তোমার চরণদ্বয় ॥''

শাস্ত্র বলছেন—অশোক, অভয় অমৃতের আধার সেই কৃষ্ণ পাদপদ্মকে যদি না প্রণাম করো, তোমার বাগানের কলা, সব্জি যদি তাকে না দেও, তাঁর যদি আরতি না করো তো তোমার মনুষ্য জন্ম বৃথা হয়ে গেল। তুমি তোমার পুত্র কন্যাকে স্কুল কলেজে পাঠিয়ে ভালো চাকরি করাবে তারপর তাকে বিবাহ দেবে। কিন্তু ঋষভদেব তার সব পুত্রদের ডেকে বললেন, এ সংসার দুঃখপ্রদ এতে আসক্তি করবে না। 'তপো দিব্যং পুত্রকা যেন সত্ত্বং শুধ্যেদ্'—দিব্য তপস্যা করে আমাদের মন, চিত্তকে শুদ্ধ করবার দরকার আছে। তুমি যতই সাবান লাগাও, সুন্দর করে নিজেকে সাজাও, ভালো কাপড় পরো সেই সুন্দরতা, বেশীক্ষণ থাকবে না, অন্যকে আনন্দ দিতে পারবে না। **কিন্তু ভগবানের উদ্দেশ্যে তপস্যা**

করে যখন তোমার চিত্ত শুদ্ধ হবে, কাম ক্রোধ আদি ধ্বংস হবে, ভোগ প্রবৃত্তি নষ্ট হবে তখন জীবকে আদর করতে শ্রদ্ধা করতে প্রণাম করতে ইচ্ছা হবে।

এই রায়পাড়া গ্রামে কত ভক্ত আছেন গৌড়ীয় মিশনে। ভজন করেন না তারাও এসে প্রণাম করছেন। তাদের অন্তরে ভক্তি আছে, সেই ভক্তিকে develop করাতে হলে সাধু গুরুর কাছে যেতে হবে, তাঁদের কাছে ভজন শিক্ষা করতে হবে, ঈশ্বর সম্বন্ধে জানতে হবে। তবে জীবনটা ধন্য হবে, আনন্দময় হবে। যেমন তুমি যদি কলেজের degree চাও তো Professor এর কাছে যেতে হবে, পাঠ পড়তে হবে। ঋষভদেব তার পুত্রদের একথাই বললেন—'মহৎসেবাং দারমাহুর্বিমুক্তে'—এ সংসার থেকে মুক্তি পেতে হলে মহতের সেবা কর, মহৎসেবা মুক্তির দ্বার। আর যদি তুমি স্ত্রীসঙ্গ করবে বা অসৎসঙ্গ করবে তা তোমাকে কর্মমার্গে পাকিয়ে পাকিয়ে একদম অন্ধকার নরকের মধ্যে নিয়ে যাবে। 'স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্'। এ সংসার হচ্ছে বন্ধন, মোহজাল, মায়ার কারাগার এখান থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। এজন্য গীতা ভাগবত পড়া দরকার। শ্রীচৈতন্যদেব বললেন—

''সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়।
লব মাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয় ॥''

এখানে গোপালদেব আছেন, চাল, কলা আদি নানা উপকরণ এনে তাঁর পূজা করলেন এবং শেষে তাঁর কাছে হয় পুত্র না হয় অর্থ, কিছু না কিছু চাইলেন তাতে কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হলেন না। কারণ এটা সকাম উপাসনা, সকাম উপাসনার মধ্যে আনন্দ নাই। যে বস্তুটা তুমি চাইছ সেটা অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী, একদিন সে তোমাকে ছেড়ে চলে যাবে, কাজেই কোনদিনই সে Permanent সুখ দিতে পারবে না। আর যে বস্তুটা নিত্য-সনাতন-শাশ্বত তাঁর সঙ্গে নিজেকে ভক্তিযোগে যুক্ত করলে জীবনটা আনন্দময় হবে—একটু চিন্তা করে দেখবেন। এই শরীর রক্ষার্থে কত পরিশ্রমই না আমরা করছি, আর একটু হালকা পরিশ্রম করে ভগবানের জন্য সেবা করতে প্রস্তুত হই না। আমাদের জীবন ব্যর্থ, অধন্য। হে জীব! ভগবানকে প্রণাম করো, তাঁর নাম করো, গীতা ভাগবতাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করো, সাধুসঙ্গ করো, জীবনকে ধন্য করো।

আমার প্রভুর কথা

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের লিখিত প্রবন্ধ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর) **(পূর্বপ্রকাশিত ভক্তিপত্র ৫৬ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যার পর)**

এরপর চতুর্থবার আমার প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথা। তৎপূর্বে আরও দুয়েকটি কথা লিখবার ইচ্ছা হচ্ছে। ১৯৭৬ সাল থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত প্রায় ৬ বৎসর কাল আমার প্রভুকে আমি মঠবাসকালে পেয়েছিলাম। তার মধ্যে মাত্র ৫ বার সাক্ষাৎ দর্শনের সৌভাগ্য হয়েছিল আমার।

গৌড়ীয় মিশনের ইতিহাসে আমার প্রভুর প্রকটলীলার শেষ ১০ বৎসর ছিল স্বর্নীম যুগ। মিশনের বিভিন্ন শাখার মঠগুলি বিশেষ করে গোদ্রুমস্থ স্বরূপগঞ্জ মঠটি হয়ে উঠেছিল গোলক ধাম সদৃশ। সর্বত্রই ছিল প্রেম ভক্তির ছোঁয়া। আকাশে বাতাসে প্রয়োজন তত্ত্বের অনুশীলন বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। বিশেষ করে আমার প্রভু যে স্থানে অবস্থান করতেন শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহের সর্বেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি বিধান ব্যতীত আর কোনও কথা ছিল না। যেমন ভোগরাগ, তেমনি শৃঙ্গার তেমনি ফুলের মালা ও পুষ্পমুকুট আদি দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয় তৃপ্তির বিধান এবং সেই সঙ্গে সংকীর্তন সেবায় সুষ্ঠতা—এ সব মিলে মঠের পরিবেশ ছিল গোলকীয় ভাব যুক্ত। আমার প্রভুর নিকট যে কেউ দর্শনে আসতেন অথবা মঠবাসী সকল বৈষ্ণবগণও অনুভব করতে পারতেন সেই গোলকীয় পরিবেশ। কখনও কখনও আমি নিজেও তার সাক্ষী হতাম।

আমরা দেখেছি প্রভুর পরিচর্য্যা সেবা ও কীর্ত্তন সেবার পরিপাটি। প্রভু যখন শ্রীবিগ্রহগণের সম্মুখে দর্শন ও আরতির জন্য যেতেন গুরুবর্গের আলেখ্যকে উদ্দেশ্য করে প্রেমে গড়াগড়ি ও প্রণাম, তৎপূর্বে নাট্যমন্দিরে উপস্থিত সকল বৈষ্ণবগণকে প্রণাম এই কার্যের মাধ্যমে পূরো পরিবেশটা বদলে যেত। তারপর প্রভু বিগ্রহগণের সামনে দাঁড়িয়ে শৃঙ্গার শোভার পূঙ্খানুপুঙ্খ দর্শন করতেন এবং আদর করে প্রণাম ও বিগ্রহের সম্মুখে গড়াগড়ি খেতেন—সকল প্রেমময় লীলা তাদের জীবন ধন্য, সাক্ষাৎ দর্শনের সৌভাগ্য যাঁরা পেয়েছেন। ধূপ দীপ কর্পূরযুক্ত সুগন্ধ পুষ্প ও চন্দন

মিশ্রিত তুলসী দ্বারা যে অদ্ভুত ভঙ্গিমাযুক্ত আরতি সেই আরতির অন্তে প্রসাদী ধূপ-দীপের ঘ্রাণ নেওয়া এবং নির্মাল্য পুষ্প নিয়ে মস্তকে স্পর্শ করে নিজের জামার পকেটের মধ্যে নেওয়া —ঐ সকল বৈশিষ্ট্য আমরা সাক্ষাৎ অবলোকন করেছি। তারপর পকেট থেকে একটি সুন্দর কোমল বস্ত্র বের করে তা দেখিয়ে ঠাকুরের নিরাজন এবং সেই সঙ্গে ব্রজের গোপী ভাবযুক্ত অদ্ভুত নৃত্য উপস্থিত সকল ভক্তদের চিত্তকে মোহিত করত। স্মরণ পথে কখন কখনও সেই দৃশ্য ভেসে উঠা ছাড়া আজ সেই দর্শন পরম দুর্লভ।

তারপর প্রভুর সংকীর্ত্তন সেবার সুষ্ঠতা—তাও ছিল অদ্ভুত। নৃত্য চলত কীর্ত্তনের তালে, ছন্দে ছন্দে। পরে প্রভু কোনো কোনো দিন নাট্যমন্দিরে গুরুবর্গের আলেখ্যের নীচে মাঝামাঝি হয়ে বসতেন। সঙ্গে সঙ্গে তার ঈশারায় বৈষ্ণবগণ ও পুরুষভক্তগণ একদিকে এবং মহিলা ভক্তগণ অপরদিকে সারিবদ্ধভাবে বসতেন। এবার প্রভুর নির্দেশে ২-৩টি বৈঠকী কীর্ত্তন শুরু হত। বৈষ্ণবগণের মধ্যে যাঁরা সুর-মান-তাল ভাল বুঝতেন সেই সঙ্গে মন স্থির করে ভাবের সঙ্গে গাইতে পারতেন তাঁদের দিয়ে কীর্ত্তন করাতেন। কীর্ত্তনের সময় কোনো রকম অন্য শব্দ বা উপস্থিত ভক্তগণের চঞ্চলতা প্রভু একদম বরদাস্ত করতে পারতেন না। এক শান্ত পরিবেশের মধ্যে শ্রীবিগ্রহগণের সন্তোষ বিধানার্থে প্রভুর উপস্থিতিতে সেই কীর্ত্তন তৎক্ষণাৎ সকলকে গোলোকে নিয়ে যেতো—আমরা ছিলাম তাঁর সাক্ষী স্বরূপ। শ্রীচৈতন্য ভগবতে আমরা দেখতে পাই—

''সংকীর্ত্তন যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ আরাধন।
সেই স' সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ ॥

(চৈঃ চঃ অঃ—২০।৯)

(ক্রমশঃ)

ভক্তির গতিশীলতা

(বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের ইষ্টগোষ্ঠী হতে উদ্ধৃত)

সংগ্রাহক—শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, কলকাতা

ভক্তির গতিশীলতা সম্বন্ধে বিভিন্ন শাস্ত্রীয় প্রমাণ নিম্নে উল্লেখিত হলো—

১। ভগবান কপিল ঋষির উক্তি মাতা দেবহূতির প্রতি—

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিঃ-**অবিচ্ছিন্না** যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥

(ভাঃ—৩।২৯।১১)

অনুবাদ—আমার গুণ শ্রবণমাত্র সর্বচিত্তনিবাসী আমাতে সাগরের প্রতি গঙ্গাজল-প্রবাহের ন্যায় আত্মার অবিচ্ছিন্না স্বাভাবিকী গতি উদিত হয়।

২। শ্রীল সূতগোস্বামীর উক্তি শৌনকাদি ঋষিগণের প্রতি—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

(ভাঃ—১।২।৬)

অনুবাদ—যা হতে ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত শ্রীকৃষ্ণে শ্রবণাদিলক্ষণা ফলাভিসন্ধান-রহিতা ঐকান্তিকী স্বাভাবিকী নিরপেক্ষা শ্রবণাদিলক্ষণা ভক্তি হয়, তাই মানবগণের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। সেই ভক্তিবলে অনর্থ উপশান্ত হয়ে আত্মা প্রসন্নতা লাভ করে।

৩। শ্রীল শুকদেবের উক্তি—

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥

(ভাঃ—২।৩।২৭)

অনুবাদ—ভগবান সকল কাম দিতে পারেন; অপর দেবতাগণ তাঁর কৃপায় সামান্য ফল দেয়, তখন উদারবুদ্ধি ব্যক্তি অনন্য তীব্র ভক্তির সহিত পরম পুরুষকে অকাম, সর্বকাম বা মোক্ষকাম হয়ে যজন করে।

৪। শ্রীল সূতগোস্বামীর উক্তি শৌনকাদি ঋষিগণের প্রতি—

নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্য ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে **ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী** ॥

(ভাঃ—১।২।১৮)

অনুবাদ—সর্বক্ষণ বৈষ্ণব পরিচর্যা ও ভাগবত শ্রবণ-কীর্ত্তন করতে করতে অমঙ্গল অর্থাৎ কষায়সমূহ ধ্বংসপ্রায় হলে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণে মানবের অচলা ও বিক্ষেপরহিতা ভক্তির উদয় হয়।

৫। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তি উদ্ধবের প্রতি—

বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ **প্রগল্‌ভয়া** ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে ॥

(ভাঃ—১১।১৪।১৮)

অনুবাদ—হে উদ্ধব! যিনি সর্বতোভাবে ইন্দ্রিয়জয়ে সমর্থ নন, সেরূপ প্রাকৃত ভক্ত বিষয় দ্বারা আকৃষ্ট হলেও ভক্তিসামর্থহেতু প্রায়শঃ বিষয় দ্বারা অভিভূত হন না।

৬। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী বলেছেন—

ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ**প্রচুরপরিচর্যামিহ** তনু।
শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসূতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ॥

(মনঃশিক্ষা—২ নং শ্লোক)

অনুবাদ—হে মনঃ! তুমি বেদসমূহ কর্ত্তৃক নির্ণীত ধর্মকার্য কোরো না এবং অধর্ম কার্যও কোরো না পরন্তু এই ব্রজভূমিতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রচুর পরিচর্যা প্রকাশ কর, আর শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে শ্রীব্রজরাজনন্দনরূপে ও শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠরূপে নিরন্তর অনন্যভাবে নিশ্চয় স্মরণ কর।

৭। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি শ্রীসনাতনের প্রতি—

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সুবুদ্ধি যদি হয়।
গাঢ় ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণেরে ভজয়॥

(চৈঃ চঃ মঃ—২২।৩৫)

৮। শ্রীবাস পণ্ডিতের উক্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি—

মহা-ভক্তিযোগ দেখি' তোমারে শরীরে।
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল তোমারে॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ—২।১১৪)

শ্রীগৌড়ীয় মঠ কি

(বাগবাজার, গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দিরের দেওয়ালে খোদিত প্রস্তর-plate হইতে উদ্ধৃত)

গৌড়ীয় মঠ—মহাকল্যাণকল্পতরুর প্রধান স্কন্ধ। পরাৎপরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের স্বরাজ্য প্রচারের রাজ্যসভা। সদ্‌গুরু বৈদ্যরাজ, শ্রীকৃষ্ণনাম মহৌষধ, মহাপ্রসাদ-পথ্যপূর্ণ অমন্দোদয় দাতব্য চিকিৎসালয়। অক্ষজ বা আধ্যক্ষিক-অভিজ্ঞতাবাদোত্থ অধিরোহবাদধিক্কারী অধোক্ষজ অবরোহ জ্ঞান-বিজ্ঞান-মহামন্দির। পঞ্চরাত্র-ভাগবত-সমন্বয় প্রদর্শনী। ভক্তিবিনোদ-চিদ্‌রস-সাহিত্য ঐতিহ্য সম্প্রদায়বৈভব-তত্ত্ব ভাগবত বেদান্ত-সারস্বত-একায়নাসন। স্বরাট ব্রজেন্দ্রনন্দনের ধাম-নাম-কামসেবার অদ্বিতীয় শিক্ষক। শ্রী সজ্জনতোষণী গৌড়ীয় নদীয়া প্রকাশ-বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহের উদয়াচল। অজ্ঞরূঢ়িপ্লাবিত বিশ্বে শব্দের বিদ্বদ্‌রূঢ়ির অবতারপীঠ। কলিস্থানপঞ্চক পরিবর্জ্জনকারী শ্রেষ্ঠ ভক্ত্যঙ্গপঞ্চক সেবা সদন। কলিকোলাহলমুখর বিশ্বে কৃষ্ণকোলাহল মুখর মন্দির। অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান যোগাদি-চেষ্টা-নির্ম্মুক্ত অনুক্ষণ অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনপর রূপানুগ সারস্বত তীর্থ। কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্তি-কৃষ্ণপ্রেম সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিদ্যাপীঠ। অকৈতব-বাস্তব, সত্যানুসন্ধানের শ্রৌত গবেষণাগার ভুক্তি, মুক্তি-সিদ্ধিবাঞ্ছাহীন, নির্ম্মৎসর নিষ্কপট সাধুগণের নির্গুণ নিবাস। কৃষ্ণার্থে অখিলোদ্যম বা অতিমর্ত্ত্য অর্থনীতি শিক্ষার একমাত্র মহাবিদ্যালয়। শ্রীনামভজনেই শ্রীরূপ-গুণ-লীলাদির স্ফুরণ, কীর্ত্তনাধীনই স্মরণ—ভাগবত গোস্বামী-সিদ্ধান্তের মঞ্জুষা। শ্রীচৈতন্য সরস্বতীর সহস্রধারার সার্ব্বকালিক প্লাবনক্ষেত্র। শ্রীগৌরবিহিত শুদ্ধনাম-রূপ-গুণ লীলা-বিনোদ কীর্ত্তন কুঞ্জ। ফল্গুবৈরাগ্য নিষেধক যুক্তবৈরাগ্য মূলমন্ত্রাঙ্কিত মহাচূড়াযুক্ত-মহামন্দির। শ্রীব্রহ্ম-নারদ-ব্যাস-মাধ্ব-নিত্যানন্দাশ্রিত আশ্রয়জাতীয় সেবকগণের পূজাপীঠ। কেবলাদ্বৈতবাদ নিরাসপর শুদ্ধাদ্বৈত-বিশিষ্টাদ্বৈত-দ্বৈতাদ্বৈত-শুদ্ধদ্বৈতবাদের চিৎসমন্বয়কারী অচিন্ত্য ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত সুদর্শনের বৈজয়ন্তী। কৃষ্ণাভিলাষ-পুণ্যাভিলাষ-শূন্যাভিলাষ, শুদ্ধভক্তি-বিদ্ধভক্তি-মিছাভক্তি নির্ণয়ের অদ্বিতীয় নিরপেক্ষ তৌলদণ্ড। শূন্যায়ণ-বহূয়নশাখিগণের অসৎসাম্প্রদায়িকতা ও বহুমতকল্পনা-নিরাসকারী, শ্রীনামৈকসাধ্য-সাধন-বিচারপর-একায়নস্কন্ধিগণের ভজনাগার। অদ্বয়জ্ঞান অচিন্ত্যশক্তিমৎ পরতত্ত্বের স্বরূপ-তদ্রূপবৈভবই সেব্য, জীব প্রধান সেব্য নহে বিচারাচার প্রচার পর প্রতিষ্ঠান। মুক্ত-বদ্ধ, ভক্তি-ভুক্তি, আত্মধর্ম্ম-মনোধর্ম্ম, কৃষ্ণ-কৃষ্ণমায়া, শ্রেয়-প্রেয়ঃ, নির্ণয়ের দিগ্‌দর্শন যন্ত্র। কীর্ত্তন সংযুক্ত যাবতীয় ভক্ত্যঙ্গ-যাজনের মহাযজ্ঞবেদী। সৎসঙ্গসেবামৃতের কামধেনু, সুসিদ্ধান্তসন্মনির মহাখনি। ভোগী-মায়াবাদি-ইতরাভিলাষি-দুঃসঙ্গ দমনের দুর্ভেদ্য দুর্গ। প্রেয় পথোদাসীন শ্রেয়ঃপথোজীব্যগণের নিকেতন। কৃষ্ণব্রত-গৃহব্রত-গোস্বামি-গোদাস, বৈষ্ণব বৈষ্ণবব্রুব, গুরু-গুরুব্রুব, শিষ্য-শিষ্যব্রুব, অনর্থমুক্ত-অনর্থযুক্ত বিচারের মানদণ্ড। অনুকূল-প্রতিকূল, অমায়া-মায়া, অর্থ-অনর্থ, ব্যবহার-পরমার্থ, অনুসরণ-অনুকরণের সুসূক্ষ্ম পার্থক্য প্রদর্শনের অতিমর্ত্ত্য অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

চিদিন্দ্রিয়-নিরিন্দ্রিয়-জড়েন্দ্রিয়, চিদবিলাস-চিন্মাত্র-অচিন্মাত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশ্লেষণাগার। নিত্য-অনিত্য, বস্তু-অবস্তু, সত্য-কুহক নির্ণয়ের দূরবীক্ষণ যন্ত্র। জড় সম্ভোগবাদ-নিরাসপর চিদবিপ্রলম্ভের প্রধান শিক্ষক।

সজ্জনসঙ্গ-নির্জ্জনকুসঙ্গ, অকৈতব-কৈতব, চিদবিলাস-জড়বিলাস, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম পার্থক্য দর্শনের অন্তর্ভেদী তড়িদালোক। জড়কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা ধিক্কারী কৃষ্ণকনক-কামিনী-বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠার ভাগবতগৃহ। ঔদার্য্য-মাধুর্য্য-ঐশ্বর্য্যরস সেবাফলের কল্পদ্রুম। স্বরূপ-রূপানুগ শুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্তের একমাত্র বিশ্বস্ত মহাভাণ্ডার। জড়ভোগাতীত নির্ম্মল অধোক্ষজ ভজনাগার। অপ্রাকৃত কামদেবের সর্ব্বেন্দ্রিয়-তর্পণপর সংকীর্ত্তন-মহাযজ্ঞস্থলী। ত্রয়োদশ চৈতন্যানুগত ব্রুব অপসম্প্রদায়ের কাপট্য প্রদর্শক ও শ্রীচৈতন্য-রূপানুগ নিষ্কপট গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের স্বরূপ নির্দ্দেশক। নামী-নামাভাস, নামাপরাধ, প্রেম-কাম, অপ্রাকৃত-প্রাকৃত নির্ণয়ের নিকষ পাথর। কনিষ্ঠ, মধ্যম, উত্তমভাগবতের যথাক্রম আদর-প্রণতি-শুশ্রূষোবিধান এবং বালিশ-বিদ্বেষীর যথাক্রম কৃপোপেক্ষার আদর্শ শিক্ষাভবন। গোবর্দ্ধন গিরিধারীর অহৈতুকী সেবাময়ী কীর্ত্তনাখ্যাভক্তিদা ভক্তিবিনোদা-দয়াগঙ্গার রত্নময় ঘাট। স্থূল-সূক্ষ্ম দেহরামগণের ভোগ-ত্যাগ নিরসপর বৈকুণ্ঠ। সংশয় নাস্তিক্য-নির্গুণ-ক্লীব-পুরুষ, মিথুন-স্বকীয়, পারকীয়-বিলাসের উত্তরোত্তর ক্রমোৎকর্ষ প্রবর্ত্তক। ব্রজে রাধাকৃষ্ণসেবা বা নিষ্কপট রাধাকুণ্ডবাস প্রাপ্তির নিত্যানন্দ পীঠ। বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংস বৈষ্ণবাচার্য্যের সেবানুগত্যপর ব্রহ্মচারী-গৃহস্থ-বানপ্রস্থ-সন্ন্যাসীর সঙ্ঘারাম। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া-বিচারের মহাসম্মিলনী। শ্রুতি-স্মৃতি-ভাগবত-ভারত, পঞ্চরাত্রবিহিত বৃত্তগত বর্ণবিধানের সনাতন ধর্ম্মক্ষেত্র।

মহারাজ ভরত

পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে (শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত)

ক্বচিদাসাদ্য গৃহং দাববৎ প্রিয়ার্থবিধুরমসুখোদর্কং
শোকাগ্নিনা দহ্যমানো ভৃশং নির্বেদমুপগচ্ছতি ॥
(ভাঃ ৫।১৪।১৫)

এই সংসার দাবানল সদৃশ। এতে সুখের লেশমাত্র নেই। সংসারের চরম পরিণতি দুঃখ। এইপ্রকার সংসারে আবদ্ধ হয়ে জীব শোকানলে দগ্ধ হয়। কখনও সে মনে করে আমি অতিশয় ভাগ্যহীন, কখনও মনে করে 'আমার কোনও সুকৃতি নেই।' এইরূপ ভাবে সে বিপদ্‌গ্রস্ত হয়।

শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজের কাছে রাজর্ষি ভরতের মহিমা কীর্ত্তন করে বললেন, মাছি যেমন গরুড়ের মার্গানুসরণ করতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ এই পৃথিবীতে কোন রাজাই এই পর্যন্ত মনের দ্বারাও ঋষভ নন্দন রাজর্ষি ভরতের মার্গানুসরণে সমর্থ হন নি। যিনি ভরতের মঙ্গলজনক চরিত্র শ্রবণ কীর্ত্তন বা অনুমোদন করেন, তিনি অভীষ্ট ফল লাভ করতে সমর্থ হন।

খট্বাঙ্গাদ্দীর্ঘবাহুশ্চ রঘুস্তস্মাৎ পৃথুশ্রবাঃ।
অজস্ততো মহারাজস্তস্মাদ্দশরথোঽভবৎ ॥ ১ ॥
তস্যাপি ভগবানেষ সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মময়ো হরিঃ
অংশাংশেন চতুর্ধাগাৎ পুত্রত্বং প্রার্থিতঃ সুরৈঃ।
রামলক্ষ্মণ-ভরতশত্রুঘ্ন ইতি সংজ্ঞয়া ॥ ২ ॥
(ভাগবত ৯।১০।১-২)

'খট্বাঙ্গ থেকে দীর্ঘবাহু, দীর্ঘবাহু থেকে মহাযশস্বী রঘু, রঘু থেকে অজ উৎপন্ন হয়, এই অজ থেকেই মহারাজ দশরথের উৎপত্তি। দেবতাগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হয়ে সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় ভগবান শ্রীহরি অংশ ও অশাংশের সহিত রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন সংজ্ঞার দ্বারা পরিচিত চতুর্মূত্তিতে এই দশরথের পুত্রত্ব অঙ্গীকার করেছিলেন।'

শ্রীবিষ্ণুধর্মোত্তরে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন যথাক্রমে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের অবতাররূপে নির্দ্দেশিত হয়েছেন। পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্র—নারায়ণ, শ্রীলক্ষ্মণ—শেষ, ভরত—চক্র এবং শত্রুঘ্ন—শঙ্খরূপে উল্লিখিত হয়েছেন। বাল্মীকি রামায়ণের বর্ণনানুসারে জানা যায় গুরু বশিষ্ঠের পরামর্শে প্রধানমন্ত্রী সুমন্ত্রের ব্যবস্থায় ঋষ্যশৃঙ্গের দ্বারা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করে দশরথ মহারাজ চতুর্মূতি ভগবান্‌কে পুত্ররূপে পেয়েছিলেন। দশরথ মহারাজের তিন পত্নী—কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা। পুষ্যানক্ষত্রে মীনলগ্নে কৈকয়রাজকন্যা কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বামিত্রের ব্যবস্থানুসারে শীরধ্বজ রাজর্ষি জনকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুশধ্বজের কন্যা মাণ্ডবীর সহিত মহারাজ ভরতের বিবাহ হয়। শত্রুঘ্নকে কুশধ্বজ তাঁহার অপর কন্যা

শ্রুতকীর্ত্তিকে সম্প্রদান করেন। বশিষ্ঠ, শতানন্দ ও বিশ্বামিত্রের উপস্থিতিতে ভগবান রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের সহিত জনক-দুহিতাদ্বয় সীতা ও উর্ম্মিলার বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহের পর রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন—পুত্রগণ ও পুত্রবধূগণসহ দশরথ মহারাজ অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তনকালে ভীমদর্শন জটামণ্ডলধারী ক্ষত্রিয়কুলনাশন ভৃগুপুত্র জামদগ্ন্য পরশুরামকে দেখতে পেয়ে ভীত হয়েছিলেন। পরে অবশ্য ভগবান রামচন্দ্র পরশুরামের প্রদত্ত ধনুতে জ্যা আরোপণ করে পরশুরামের তেজ হরণ করলে মহারাজ দশরথ নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। তিনি সদলবলে অযোধ্যায় ফিরে আসলেন। ভরত সাধারণতঃ মাতুলালয়ে অবস্থান করতেন। সুমিত্রাতনয় শত্রুঘ্নতে ভরতের অত্যন্ত প্রীতি ছিল। বিবাহের পর ভরত শত্রুঘ্নকে নিয়ে মাতুলালয়ে গিয়েছিলেন। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্নের দুটি করে পুত্রসন্তান হয়। রামচন্দ্রের পুত্রদ্বয়—লব ও কুশ, লক্ষ্মণের পুত্রদ্বয়—অঙ্গদ ও চিত্রকেতু, ভরতের পুত্রদ্বয়—তক্ষ ও পুষ্কল, শত্রুঘ্নের পুত্রদ্বয়—সুবাহু ও শ্রুতসেন। বিশ্বকোষে ভরতের পুত্রের নাম 'পুষ্কলের স্থলে' 'পুষ্কর' এইরূপ লিখিত হয়েছে।

মহারাজ দশরথ জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করবার জন্য সঙ্কল্প গ্রহণ করলে দ্বিতীয়া মহিষী কৈকেয়ী মন্থরার পরামর্শে মহারাজের পূর্ব প্রতিশ্রুত দুটি বর প্রার্থনা করলেন—একটি বর রামচন্দ্রকে বনে প্রেরণ ও দ্বিতীয় বর নিজপুত্র ভরতকে রাজ্যাভিষিক্তকরণ। রামগতপ্রাণ দশরথ মহারাজ কৈকেয়ীকে বাক্যপ্রদান করায় রামচন্দ্রের বনে গমনে বাধা প্রদানে অসমর্থ হলে রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্য বনে গমন করলেন। পুত্রের বিরহে মহারাজ দশরথ অপ্রকট হলেন। নীতির প্রতীক লীলায় মর্য্যাদা পুরুষোত্তম রামচন্দ্র নীতির মর্য্যাদা স্থাপন করেছেন। মহারাজ ভরত মাতুলালয়ে থেকে ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখতে পেলেন। অযোধ্যা থেকে ভরতের কাছে দূত পাঠানো হলে ভরত দ্রুতগতিতে অযোধ্যায় পৌঁছে পিতার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য সম্পন্ন করলেন। পিতার পারলৌকিককৃত্যের পর রাজপুরুষগণ ভরতকে রাজা হতে বললে ভরত তা প্রত্যাখ্যান করলেন। পিতার ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি জননী কৈকেয়ীর ব্যবহারের কথা শুনে তিনি মর্ম্মাহত হলেন। পরব্রহ্ম রামচন্দ্রের সেবায় বাধা প্রদান করায় তিনি জননীকে পরিত্যাগ করলেন।

'গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যান্ন
মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্ ॥

(ভাঃ ৫।৫।১৮)

'ভক্তিপথের উপদেশ দ্বারা যিনি সমুপস্থিত মৃত্যু থেকে মোচন করতে পারেন না, সেই গুরু গুরু নহেন ইত্যাদি বাক্যসমূহের উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে—বলি মহারাজ গুরু শুক্রাচার্য্যকে, বিভীষণ স্বজন রাবণকে, প্রহ্লাদ মহারাজ পিতা হিরণ্যকশিপুকে, ভরত নিজজননী কৈকেয়ীকে, খট্টাঙ্গ রাজা দেবতাগণকে, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণীগণ পতি যাজ্ঞিক বিপ্রগণকে দুঃসঙ্গ জ্ঞানে পরিত্যাগ করেছিলেন।' জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রের প্রতি ভরতের অচলাভক্তি ছিল। তিনি রামচন্দ্রকে ফিরিয়ে আনবার জন্য চিত্রকূট পর্বতে গেলেন। সেখানে রামচন্দ্রকে পর্ণকুটীরে জটাবল্কলধারী দর্শন করে দুঃখে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। বারংবার সবিনয়ে অনুরোধ করলেও ভগবান রামচন্দ্র সত্যভঙ্গ করতে অস্বীকৃত হলেন। ভরত তখন রামচন্দ্রের পাদুকা মস্তকে ধারণ করে নন্দীগ্রামে এসে সিংহাসনে রামচন্দ্রের পাদুকা রেখে শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞা পালনের জন্য তীব্র বৈরাগ্যের সঙ্গে ব্রহ্মচারীবেশে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন।

কৃত্তিবাস রচিত বাংলা রামায়ণের বর্ণনানুযায়ী লক্ষ্মণ শক্তি শেলে বিদ্ধ হলে হনুমান ঔষধ আনবার জন্য গন্ধমাদন পর্বতে গিয়ে ঔষধ খুঁজে না পাওয়ায় গন্ধমাদন পর্বতকে উত্তোলন করে যখন আকাশমার্গে লঙ্কার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন, অযোধ্যার কাছে নন্দীগ্রামে আসলে পর্বতাবরণে সিংহাসনস্থিত রামচন্দ্রের পাদুকাসহ স্থান অন্ধকারাচ্ছন্ন হলে ভরত ক্রুদ্ধ হয়ে শত্রুঘ্ন প্রদত্ত বাটুলদ্বারা হনুমানকে সজোরে আঘাত করেছিলেন। ঐ আঘাতে হনুমান মাটিতে পড়ে গেলেন বটে কিন্তু তাঁর বগলে সূর্য এবং মস্তকে গন্ধমাদন পর্বত ধৃত ছিল। হনুমানের মুখে রামনাম শুনে ভরত, শত্রুঘ্ন তন্মুহূর্ত্তে হনুমানের কাছে এসে রাম, লক্ষ্মণ, সীতার কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন। লক্ষ্মণের শক্তিশেলে বিদ্ধ হওয়ার সংবাদ পেয়ে ভরত, শত্রুঘ্ন বিরহসন্তপ্ত হলেন। লঙ্কায় পৌঁছাবার সৌকর্য্যার্থে ভরত বাণের দ্বারা হনুমানকে গন্ধমাদন পর্বতসহ শত যোজন উপরে উঠিয়ে দিলেন।

চতুর্দ্দশবর্ষ পরে ভগবান রামচন্দ্র লঙ্কাবিজয়ের পর সগণে পঞ্চমী তিথিতে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে উপনীত-হয়ে মুনিকে অযোধ্যার, ভরতের ও মাতৃগণের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করলে ভরদ্বাজ মুনি বলেছিলেন— *(ক্রমশঃ)*

দশদিন ব্যাপী কলকাতায় শ্রীচৈতন্যজন্মোৎসব ও মেলা তথা গৌড়ীয় মঠ ও মিশনের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন

শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, কলকাতা

বিশাল নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রায় শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর ও কীর্ত্তনরত ভক্তবৃন্দ

জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় মিশনের প্রধান কার্য্যালয় বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ৫৩৩তম শুভ আবির্ভাব তিথি তথা গৌড়ীয় মঠ ও মিশনের শতবার্ষিকী মহোৎসব উপলক্ষ্যে মঠের নিকটস্থ বাগবাজার সার্বজনীন দূর্গোৎসব প্রাঙ্গনে গৌড়ীয় মিশনের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে এবং কৃপাশীর্বাদে গত ২৭ই জানুয়ারী রবিবার হতে ৫ই ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার ২০১৯ পর্যন্ত দশদিন ব্যাপী বিভিন্ন ধর্মসভা, বৈষ্ণব সম্মেলন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির দ্বারা শ্রীচৈতন্য জন্মোৎসব ও মেলা বিপুল সমারোহে পালিত হয়। আয়োজক গৌড়ীয় মিশন এবং সহযোগী মহানাম সেবক সঙ্ঘ এবং সমস্ত গৌর অনুরাগী ভক্তগণ আমন্ত্রিত হয়ে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

২৭ জানুয়ারী, ২০১৯ পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবের আশীর্বাদ শিরেধারন করে বিশাল নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা দুপুর ২ ঘটিকায় ধর্মতলা থেকে শুরু হয়ে বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রাঙ্গনে শেষ হয়। শোভাযাত্রার প্রথমে নাম সংকীর্ত্তন সহ প্রচারগাড়ী এবং ক্রমান্বয়ে মঙ্গল কলস, ব্যান্ডপার্টি, তুলসী মঞ্চ, উড়িষ্যার জয় ঢাক সহ শতাধিক মহিলা ভক্ত, মহাপ্রভুর উপদেশ বাণী লিখিত শতাধিক পুরুষ ভক্ত, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রী হরেকৃষ্ণ হালদারের গোষ্ঠী শিল্পীসহ অপূর্ব ১০৮টি মৃদঙ্গ বাদন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আলোকচিত্র সহ সুসজ্জিত ট্যাবলো, শ্রীল ভক্তিবিনোদ আলোকচিত্র সহ সুসজ্জিত ফ্লাগ, পিপলস্ ফোরাম ফর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীকৈবল্যধাম শ্রীরামঠাকুর আশ্রমের সুসজ্জিত ফ্লাগ আদি সহশোভাযাত্রা ক্রমান্বয়ে লেনিন সরণী, সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলেজ স্ট্রীট, বিধান সরণী, শ্যামবাজার, বাগবাজার স্ট্রীট হয়ে বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে বিশ্রাম লাভ করে। উক্ত শোভাযাত্রায় প্রায় সহস্রাধিক ভক্তমন্ডলী অংশগ্রহণ করেন।

উক্ত দিবস বাগবাজার গৌড়ীয় মঠের নাট্যমন্দিরে দুপুর ২ ঘটিকা হতে বিকাল ৪ ঘটিকা পর্যন্ত বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। তথায় প্রায় ৫০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। *(ক্রমশঃ)*

প্রচার প্রসঙ্গ

শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের বর্দ্ধমান, পুরুলিয়ায়, পশ্চিম ভারত ও উত্তর ভারতে প্রচার

বর্দ্ধমান

০৪-১২-২০১৮—গৌড়ীয় মিশনের বর্ত্তমান আচার্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ মিশনের শাখামঠ আমলাজোড়া স্থিত শ্রীপ্রপন্নাশ্রম মঠে সকাল ১০টায় শুভবিজয় করেন। মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ নিমি মহারাজ আরতি কীর্ত্তন যোগে পরমারাধ্যতম গুরুদেবকে অভ্যর্থনা করেন। সাড়ে ১০টার সময় মঠাধ্যক্ষ মহারাজের তত্ত্বাবধানে নাট্যমন্দিরে গুরুপূজা মহোৎসব পালিত হয়। মঠবাসী ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী ও স্থানীয় ভক্তগণ শ্রীগুরুমহিমা কীর্ত্তন করেন। এরপর শ্রীল গুরুদেব হরিকথা কীর্ত্তন করেন। স্থানীয় একজনের হরিনাম ও ৩ জনের দীক্ষা হয়।

ঐদিন বিকেল ৪টার সময় সুমন প্রভুর (শ্রীস্বপন বাগ) বাসভবনে কীর্তন ও হরিকথা প্রসঙ্গে শ্রীল গুরুদেব গীতার শ্লোক উদ্ধৃত করে বলেন—"মায়িক বস্তুর স্থায়ী বিদ্যমানতা নাই এবং নিত্য বস্তুর নাশ নাই।

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥" (গীঃ ২।১৬)

ভগবান জ্ঞানময়, আনন্দময়, সচ্চিদানন্দ বস্তু। তিনি একমাত্র পারেন নিত্য আনন্দ প্রদান করতে।"

পরদিবস ০৫-১২-২০১৮ তারিখে বাঁকুড়ায় শ্রীবিশ্বম্ভর দাসাধিকারী প্রভুর বাসভবনে স্বপার্ষদ শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর শুভবিজয় করেন। ৯জন শ্রদ্ধালু ব্যক্তি হরিনাম গ্রহণ করেন। দুপুরে ভোগারতি দর্শন ও মহাপ্রসাদ সম্মান অন্তে বিকালে বৈষ্ণবগণ কীর্ত্তন করেন এবং শ্রীল গুরু গোস্বামী ঠাকুর হরিকথা বলেন। ঐদিন রাতে নিশ্চিন্তপুর গ্রামে শ্রীসুদাম দাসাধিকারীর গৃহে অবস্থান করা হয়।

পরদিন ০৬-১২-২০১৮—তারিখে সেখানে গুরুদেব কথাপ্রসঙ্গে কিছু হরিকথা পরিবেশন করেন। অতঃপর হরিমন্দিরে কিছুক্ষণ হরিকথা প্রসঙ্গ আলোচনা হয়। বিকেলে ভক্তগণ কীর্ত্তন, শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের শ্রীমুখে হরিকথা কীর্ত্তন অন্তে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীগাঙ্গুলী বাবুর বাসভবনে রাত্রিবাস করেন।

পুরুলিয়া

০৭-১২-২০১৮—পুরুলিয়ায় শ্রীবাবলু দাসাধিকারীর গৃহে শুভ পদার্পণ করেন। কুটলুই গ্রামবাসীগণ শ্রীল গুরুদেবকে সাদর অভ্যর্থনা করেন। ঐদিন পাঁচজন শ্রদ্ধালু ব্যক্তি হরিনাম গ্রহণ করেন। বিকেলে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবের সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে প্রায় ২০০ জন স্থানীয় ভক্তসহ নগর পরিক্রমা করা হয়। স্থানীয় হরিমন্দির প্রাঙ্গণে ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। ৩০০ জনেরও অধিক শ্রদ্ধালুজন উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল প্রকট গুরুদেবের আরতি ও কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। পুরাণের শ্লোক অবলম্বনে শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর হরিকথা পরিবেশন করেন। পরদিবস ০৮-১২-২০১৮ তারিখে পুরুলিয়া হতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।

পশ্চিম ভারত

গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ গত ৩০।১২।১৮ তারিখ হতে ১০।০১।১৯ পর্যন্ত মুম্বাই অঞ্চলে হরিকথা প্রচার করেন। গত ৩০।১২।১৮ কলিকাতা মঠ হতে রওনা হয়ে মুম্বাই Airport -এ পৌঁছান। তথায় বহু স্থানীয় ভক্ত মালা পুষ্পাদি অর্পণের দ্বারা অভ্যর্থনা করেন। তারপর মুম্বাই গৌড়ীয় মঠে পৌঁছালে মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব পর্যটক মহারাজ আরতি, পুষ্প মালাদি দ্বারা অভ্যর্থনা করেন। শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের আরতীর পর কথাপ্রসঙ্গে শ্রীল গুরুদেব—"আমাদের গন্তব্যস্থল কি? আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি? এই প্রসঙ্গে ভক্তদেরকে মুল্যবান উপদেশ প্রদান করেন।

গত ০১।০১।২০১৯ হতে ০৭।০১।২০১৯ তারিখ পর্যন্ত পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর মুম্বাই মঠে ৭দিন ব্যাপী অসংখ্য ভক্তগণের সম্মুখে দ্বাদশ স্কন্ধ সম্বন্বিত শ্রীমদ্ভাগবতের কথা কীর্ত্তন করেন এবং ০৬।০১।২০১৯ তারিখে শ্রীগুরুপূজা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সকল সন্ন্যাসী, মঠবাসী, গৃহস্থ পুরুষ ও মহিলাগণ প্রকটাচার্য শ্রীগুরুদেবের মহিমা কীর্ত্তন করেন। সবশেষে প্রত্যাভিভাষণে শ্রীলগুরুদেব গুরুমহিমা কীর্ত্তন করেন। ঐদিন মুম্বাই মঠে দুইজন মঠবাসীকে গেরুয়া বস্ত্র দান ও ৫ জনকে হরিনাম প্রদান করেন।

বেনারস ঃ—১১।০১।২০১৯ তারিখে শ্রীল গুরুদেব উত্তর ভারত বেনারস মঠে পৌঁছালে মঠরক্ষক শ্রীপাদ ভক্তিচারু গোবিন্দ মহারাজ মালা, পুষ্প, চন্দন দ্বারা আপ্যায়ন করেন।

মুম্বাই মঠে ভাগবতকথা কীর্ত্তনরত শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর

১২।০১।২০১৯—তথায় গুরুপূজা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মঠবাসী ও স্থানীয় ভক্তরা গুরু মহিমা কীর্ত্তন করেন। ১৩।০১।২০১৯ সকালে বাল্যভোগের প্রসাদ পেয়ে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর বেনারস মঠ থেকে শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠ (এলাহাবাদ) ধামে যাত্রা করেন।

এলাহাবাদ/ প্রয়াগ ধাম

১৩।০১।২০১৯ তারিখ হরিসংকীর্ত্তনের মাধ্যমে শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠে প্রবেশ করেন। মঠরক্ষক শ্রীপাদ ভক্তিআচার অবধূত মহারাজ পুষ্পমাল্য দ্বারা শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করেন। আরতী সমাপন অন্তে শ্রীল গুরুদেব হরিকথা পরিবেশন করেন।

১৪।০১।২০১৯—তথায় গুরুপূজা মহোৎসব। মঠের মঠবাসী ও মঠাধ্যক্ষ আর স্থানীয় ভক্তগণ সমবেত হয়ে কীর্ত্তন আর গুরুমহিমা বর্ণন করেন। তারপর গুরুদেবের আরতীর অন্তে সকলে পুষ্পাঞ্জলী প্রদান করেন। বিকালে শ্রীল গুরুদেবের নিজ ভজন কুটিরে স্থানীয় ভক্তদেরকে নিয়ে প্রশ্ন-উত্তর আলোচনা করেন। ঐ দিন ৪ জন মহিলা আর ১ জন পুরুষ ভক্ত হরিনাম গ্রহণ করেন।

১৫।০১।২০১৯—পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব সকাল ৯ ঘটিকায় মঠ ও স্থানীয় ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে সংকীর্ত্তন করতে করতে প্রয়াগে কুম্ভ স্নানের দিকে যাত্রা করেন। তথায় স্নান ও কীর্ত্তনান্তে মঠে ফিরে মধ্যাহ্নে ভোগ আরতী দর্শন ও প্রসাদ ভোজন করে ১.২০ মিঃ মোগলসরাই যাত্রা করেন।

১৫।০১।২০১৯—তথায় শ্রীল গুরুদেবের আগমনে মঠে ভক্তদের মনে এক আনন্দের ঢেউ ওঠে। মঠাধ্যক্ষ সহ সকলে আরতী, সংকীর্তন যোগে শ্রীল গুরুদেবকে নিজ ভজন কুটিরে প্রবেশ করান। সন্ধ্যায় নাট্যমন্দিরে শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর সকল ভক্তদেরকে নিয়ে হরিকথা আলোচনা করেন।

১৬।০১।২০১৯—মোগলসরাই মঠে গুরুপূজা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মঠবাসী ও গৃহস্থগণ গুরু মহিমা কীর্ত্তন করেন। ১৭।০১।২০১৯ হরিবাসর তিথি। সকালে মোগলসরাই শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমী গৌড়ীয় মঠ হতে পাটনা গৌড়ীয় মঠে যাত্রা করেন শ্রীল গুরুদেব।

বিকেল ৩ ঘটিকায় পাটনা মঠে প্রবেশ করেন। মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিসার মহারাজ বহু সংখ্যক স্থানীয় ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে সংকীর্ত্তন সহযোগে শ্রীল গুরুদেবকে মঠে আপ্যায়ন করেন। সন্ধ্যায় নাট্যমন্দিরে শ্রীল গুরুদেব শ্রীভাগবত পাঠ করেন।

১৮।০১।২০১৯—সকালে গয়াধামে অর্থাৎ গয়া মঠে শুভবিজয় করেন। তথায় শ্রীল গুরুমহারাজ (ঔডুলোমী মহারাজ) তিরোভাব তিথির আয়োজন সঙ্গে বর্তমান শ্রীল গুরুদেবের গুরুপূজা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মঠবাসী গৃহস্থগণ গুরু মহিমা কীর্ত্তন ও স্থানীয় ভক্তদেরকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বিকেলে শ্রীল গুরুদেবের সঙ্গে বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন করা হয় এবং নাট্যমন্দিরে হরিকথা প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়। সন্ধ্যা ৬.৩০মিঃ গয়াধাম হইতে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব পাটনা মঠে ফিরে আসেন।

১৯।০১।২০১৯—পাটনা গৌড়ীয় মঠে বৈঠকী কীর্ত্তন ও হরিকথা আলোচনা করেন। ২০।০১।২০১৯ তারিখে পাটনা মঠে গুরুপূজা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মঠাধ্যক্ষ ও মঠবাসী ভক্ত গুরুমহিমা কীর্ত্তন করেন। পরে শ্রীলগুরুগোস্বামী ঠাকুর গুরু মহিমা কীর্ত্তন ও ভজন উপদেশ প্রদান করেন এবং বৈকালে শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর নিজ ভজন কুটিরে স্থানীয় ভক্তদেরকে হরিকথা বলেন ও ভজনের উৎসাহ প্রদান করেন। ২ জন সুকৃতিশালী ভক্ত হরিনাম আশ্রয় গ্রহণ করে।

২০।০১।২০১৯ রাত্রিতে পাটনা মঠ হতে (২১।০১।২০১৯) কোলকাতা গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের নিত্যানন্দ পদাঙ্কপূত বীরভূম জেলায় প্রচার

গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ শ্রীনিত্যানন্দ পদাঙ্কপূত বীরভূম জেলায় ছোটসাংড়া গ্রামে গত ২৩শে জানুয়ারী বুধবার, ২০১৯ শ্রী

নিরিষায় ভাগবত ধর্মসভার একটি দৃশ্য

সুধাময় দাসাধিকারীর গৃহে সপার্ষদ পদার্পণ করেন। স্থানীয় গ্রামবাসী ভক্তগণ পুষ্প মাল্য ছড়াতে ছড়াতে হরিসংকীর্ত্তন ও উলুধ্বনি দ্বারা শ্রীল গুরুদেবকে বরণ করেন। শ্রীল গুরুদেবের আরতির পর গুরুপূজা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীঅদ্বয়কৃষ্ণ দাসাধিকারীর গুরুমহিমা কীর্ত্তন অন্তে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর হরিকথা পরিবেশন করেন। গুরুদেবের আরতি ও পুষ্পাঞ্জলি প্রদান অন্তে সকল ভক্তগণকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। দুপুর তিন ঘটিকায় স্থানীয় এক ভক্ত শ্রীতমালকৃষ্ণ দাসাধিকারীর গৃহে কিছুক্ষণের জন্য গুরুদেবের শুভ বিজয় অন্তে তথা হতে শিকারপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীপরিমল সাহা মহাশয়ের গৃহে বিকাল ৪ ঘটিকায় শুভবিজয় করেন। তথায় সন্ধ্যারতি অন্তে হরিভজন করাই মানবজীবনে চরম উদ্দেশ্য এই কথা ভক্ত মহাশয়ের গৃহে গুরুগোস্বামী ঠাকুর সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন। তথায় প্রসাদ সেবনান্তে ছোটসাংড়া গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ঐদিন চারজন সুকৃতিশালী ব্যক্তি হরিনাম গ্রহণ করেন।

২৪।০১।২০১৯ সকালবেলা ঊষাকীর্ত্তন, মঙ্গলারতি পরিক্রমা ও শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের আরতির অন্তে তিনি সকল ভক্তগণকে নিয়ে বৈঠকী কীর্ত্তন ও কিছুক্ষণ হরিকথা পরিবেশন করেন। বাল্যভোগের প্রসাদ সেবনান্তে সপার্ষদ গুরুগোস্বামী ঠাকুর ছোটসাংড়া গ্রাম হতে প্রায় ১০ কিমি দূরে নিরিশা গ্রামে শুভ বিজয় করেন। গ্রামের মধ্যপ্রান্ত হতে প্রায় শতজন পুরুষ, মহিলা ভক্তগণ মঙ্গলকলস, শঙ্খধ্বনি ও নামসংকীর্ত্তন যোগে শ্রীল গুরুদেবকে অনুসরণ করতে থাকেন। তথায় শ্রীগৌতম দাসাধিকারী মহাশয়ের গৃহে সজ্জিত মঞ্চে শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের আরতি করা হয়। বেলা ১০টা থেকে ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণ মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন শুরু করেন। বেলা ১১টা থেকে আয়োজিত সভায় সর্বপ্রথম বক্তব্য রাখেন শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী। তিনি শক্তির আশ্রয়ে শক্তিমানের উপাসনার কথা তথা গৌড়ীয় মিশন ও গৌড়ীয় গুরুবর্গের অতিমর্ত্ত মহিমার কথা সর্ব জনসমক্ষে তুলে ধরেন। এরপর মিশনের অপর সেবাসিচব ত্রিদন্ডীস্বামী শ্রীভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ ভাগবত হতে ''এবং স্বচিত্তে স্বতএব সিদ্ধ'' ভাঃ ০২।০২।০৬ শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। সর্ব শেষে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরু গোস্বামী ঠাকুর 'ভয়ং দ্বিতীয় অভিনিবেশতঃ স্যাৎ' শ্লোকের গুরু গম্ভীর ও প্রাঞ্জলময়ী ব্যাখ্যা প্রদর্শন মুখে বলেন—''গুরুচরণ আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক প্রত্যেকের হরিভজন করা কর্ত্তব্য। ভগবানকে ভুলে যাওয়ার জন্যই জীবের সংসার ভয়। সাধুসঙ্গে শুদ্ধভজনের দ্বারা জীবের চিরদুঃখের লাঘব সম্ভব হয়।'' এরপর তথায় প্রায় ৭০০ জন ভক্তমন্ডলীকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বিকাল ৩টা থেকে দ্বিতীয় অধিবেশন মহাজন পদাবলী কীর্ত্তনের দ্বারা শুরু করা হয়। শ্রীপ্রভুপদ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রদ্যুম্ন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅদ্বয় কৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীনিতাই ব্যানার্জী কীর্ত্তন পরিবেশন করেন। বিকাল ৪টা থেকে স্থানীয় ভক্তগণের সমক্ষে প্রশ্নোত্তর আলোচনা শুরু হয়। তথায় আলোচিত প্রশ্নগুলি হলো—

১) জীবকে ৮৪ লক্ষ যোনি কেন পরিভ্রমণ করতে হয়?

২) জীব মাত্রই আমিষ না নিরামিষ ভোজী?

৩) Modern Life হতে ধীরে ধীরে কি Spritual-এ প্রবেশ করা যায় না?

শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন এবং শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর উক্ত উত্তরগুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যা সহজ সরল ভাষায় প্রদান করে শ্রোতৃমন্ডলীকে আনন্দ দান করেন। তথা হতে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় পুরন্দরপুর নিবাসী শ্রীঅদ্বয়কৃষ্ণ দাসাধিকারী ও শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন দাসাধিকারী মহাশয়ের গৃহে শ্রীল গুরুদেব পর্দাপণ করেন। ভক্তবৃন্দ পুষ্প, মালা শঙ্খধ্বনি ও আরতি দ্বারা শ্রীল গুরুদেবকে বরণ করেন। রাত্রিবেলায় শ্রীঅদ্বয়কৃষ্ণ দাসাধিকারী মহাশয়ের গৃহে পাঠ কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। তথায় শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর ''নৃদেহমাদ্যং সুলভং'' শ্লোক অবলম্বনে হরিভজনের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করেন।

পরদিন সপার্ষদ শ্রী গুরুগোস্বামী ঠাকুর বীরভূম হতে সকাল ৯.৩০ মি. বাগবাজার মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

গুরুপূজার আমন্ত্রণ পত্র

"যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ প্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ং স্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥"

শ্রীশ্রী গৌরকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-মধুপাশ্রিতেষু—

আগামী ১৯শে ফাল্গুন, ১৪২৫ সোমবার (৪ই মার্চ, ২০১৯) গৌড়ীয় মিশনের অন্যতম শাখা শ্রীগোদ্রুমধামস্থিত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী শ্রীগৌড়ীয় মঠে গৌড়ীয় মিশনের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি **ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে পূর্বতন আচার্য নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ**-এর ভুবন-মঙ্গলময় **৭২তম বর্ষপূর্ত্তি শুভ আবির্ভাব তিথি** পূজা মহোৎসব শ্রীহরিসংকীর্ত্তন সহযোগে অনুষ্ঠিত হইবেন।

এতদুপলক্ষে স্বরূপগঞ্জস্থিত শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী শ্রীগৌড়ীয় মঠে তিন দিন ব্যাপী শ্রীগুরু-প্রশস্তি, ভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও শ্রীহরি সংকীর্ত্তন প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইবেন। মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক সবান্ধব যোগদান করিলে মিশনের সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন।

সজ্জনকিঙ্করাভাস
শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ পুরী,
সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন।

সেবাসূচী ঃ

- **রবিবার, ১৮ই ফাল্গুন (৩ মার্চ, ২০১৯)** পূর্বাহ্ন, অপরাহ্ন ও সন্ধ্যায় শ্রীগুরু-মহিমা কীর্ত্তন ও অধিবাস সঙ্কীর্ত্তন।
- **সোমবার, ১৯শে ফাল্গুন, (৪ মার্চ, ২০১৯)** পূর্বাহ্ন ৮টা হইতে শ্রীগুরু-বন্দনা কীর্ত্তন, অভিনন্দন পাঠ, মধ্যাহ্নে শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের ভাষণ, গুরুপূজা, আরতি ও পুষ্পাঞ্জলি। অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় শ্রীগুরু মহিমা কীর্ত্তন ও শ্রদ্ধাঞ্জলি পাঠ।
- **মঙ্গলবার, ২০শে ফাল্গুন (৫ মার্চ, ২০১৯)** শ্রীশিবচতুর্দ্দশীর ব্রতোপবাস ও শ্রীগুরু মহিমা কীর্ত্তন।

বীরভূমে একটি নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির

বাগবাজার গৌড়ীয় মিশন একটি ঐতিহ্যময়ী প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। দীর্ঘ কয়েক বছর যাবৎ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পীড়িত মানুষদের জন্য অন্ন, বস্ত্র ও ঔষধাদি বিতরণ করে আসছেন। গত ২৩শে জানুয়ারী, বুধবার ২০১৯ বীরভূম জেলায় ছোটসাংড়া গ্রামস্থিত সাংড়া নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়ে একটি নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির তথা স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। তথায় গরীব, দুঃখী ও আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সহ প্রায় ১৪০ জন রোগীর সুচিকিৎসা করা হয়। শিশু চিকিৎসক ডাঃ প্রদীপ রায় (MBBS,) ও ডাঃ মহাদেব মন্ডল মহাশয় উপস্থিত সকল পীড়িত রোগীদের যত্ন সহকারে চিকিৎসা করেন। সকল রোগীদেরকে মিশন কর্ত্তৃক বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়। মিশন হতে শ্রীসুদাম দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকাশীনাথ দাসাধিকারী ও স্থানীয় গ্রামবাসী ভক্তগণ সহযোগিতা করেন। মিশনের সেবাসচিব ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের তত্ত্বাবধানে উক্ত শিবিরের কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয় মিশন

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা

শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব মহোৎসব ও শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা প্রদর্শনী

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ, নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রাপ্ত গৌড়ীয় মিশনের বর্ত্তমান আচার্য্য ও পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের নেতৃত্বে ও গৌড়ীয় মিশনের পরিচর্য্যা পরিষদের সেবোদ্যোগে নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি গোস্বামী মহারাজ প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় মিশনের অন্যতম শাখা শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠকে কেন্দ্র করিয়া আগামী **৩০শে ফাল্গুন, ১৪২৫ (১৫ই মার্চ, ২০১৯) শুক্রবার হইতে ৭ই চৈত্র, ১৪২৫ (২২শে মার্চ, ২০১৯) শুক্রবার পর্য্যন্ত নবধা ভক্তির পীঠস্বরূপ শ্রীধাম নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ বৈষ্ণব সঙ্গে হরিকীর্ত্তন সহযোগে পরিক্রমা,** শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও তৎ পার্ষদগণের লীলাস্থলী দর্শন, পতিতপাবনী গঙ্গায় স্নানাদি শুদ্ধ ভক্ত্যঙ্গসমূহ অনুষ্ঠিত হইবেন এবং **৬ই চৈত্র, ১৪২৫ (২১শে মার্চ, ২০১৯) বৃহস্পতিবার কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীশ্রীমদ্ গৌরসুন্দরের শুভাবির্ভাব তিথি** অহোরাত্র-ব্যাপী শ্রীহরিসংকীর্ত্তন মুখে অনুষ্ঠিত হইবেন। এতদুপলক্ষে সপ্তাহ কালব্যাপী শ্রীগৌরলীলা কথা, পারমার্থিক প্রদর্শনী ও ভক্তিগ্রন্থ পারায়ণ, সাধু-বৈষ্ণব সেবা প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইবেন।

শ্রদ্ধেয় সজ্জনবৃন্দ আপনাদিগকে সবান্ধব এই শ্রীগৌরধাম পরিক্রমায়, শ্রীগৌর জন্মোৎসবে এবং পারমার্থিক প্রদর্শনী দর্শনে যোগদান করিবার জন্য আমরা সাদর আহ্বান জানাইতেছি। স্বয়ং যোগদানে অসমর্থ হইলে এই ভক্ত্যঙ্গ যাজনে সাধ্যমত দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সেবানুকূল্য বিধান করিলেও ন্যূনাধিক সাধন ফল লাভ ঘটিবে।

নিবেদন ইতি—
সজ্জন কিংকরাভাস
শ্রীভক্তিপ্রমোদ পুরী
সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

মহোৎসব পঞ্জী

২৪শে ফাল্গুন, ১৪২৫ (৯ই মার্চ, ২০১৯) শনিবার হইতে
৩০শে ফাল্গুন, ১৪২৫ (১৫ই মার্চ, ২০১৯) শুক্রবার পর্য্যন্ত সপ্তাহকাল ব্যাপী শ্রীগৌরলীলা কথা

৩০শে ফাল্গুন, ১৪২৫ (১৫ই মার্চ, ২০১৯) শুক্রবার

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধামপরিক্রমার শুভ মঙ্গল অধিবাস হরি সংকীর্ত্তনোৎসব

১লা চৈত্র, ১৪২৫ (১৬ই মার্চ, ২০১৯) শনিবার পরিক্রমার প্রথম দিবস

শ্রীরুদ্রদ্বীপ ও শ্রীসীমন্তদ্বীপ পরিক্রমণ

● সিমুলিয়া ● শরডাঙ্গা ● শোনডাঙ্গা ● মেঘারচর ● বেলপুকুর বা বিল্বপুষ্করিণী ● শ্রীশচীমাতার পিতা নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর পাট ● বামনপুকুর ● চাঁদকাজীর সমাধি ● রুদ্রপাড়া ● শঙ্করপুর ● নিদয়াঘাট ● শ্রীমাধাইর ঘাট ও শ্রীধরাঙ্গন ভারুইডাঙ্গা প্রভৃতি পরিক্রমা।

২রা চৈত্র, ১৪২৫ (১৭ই মার্চ, ২০১৯) রবিবার পরিক্রমার দ্বিতীয় দিবস

শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ ও শ্রীমধ্যদ্বীপ পরিক্রমণ

● গাদিগাছা ● হংসবাহন ● গঙ্গা-সরস্বতী-সঙ্গম ● শ্রীসুরভিকুঞ্জ ● শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জ ● শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধিমন্দির ● সুবর্ণ-বিহার ● অলকানন্দা ● মহাবারাণসী ● শ্রীহরিহরক্ষেত্র ● শ্রীনৃসিংহপল্লী পরিক্রমা।

শ্রীআমলকী একাদশীর ব্রতোপবাস।

৩রা চৈত্র, ১৪২৫ (১৮ই মার্চ, ২০১৯) সোমবার পরিক্রমার তৃতীয় দিবস

শ্রীকোলদ্বীপ ও শ্রীঋতুদ্বীপ পরিক্রমণ

• কুলিয়া—বর্ত্তমান শহর নবদ্বীপ • প্রৌঢ়মায়া (পোড়ামাতলা) • শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের ভজনকুটীর ও সমাধি • রাহুতপুর • চম্পহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীশ্রীগৌর-গদাধরের শ্রীমন্দির • সমুদ্রগড় ও বিদ্যানগর—শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীবিদ্যাবাচস্পতির স্থান পরিক্রমা। **দিবা ৯।৪৪ মিঃ মধ্যে একাদশী ব্রতের পারণ। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামিপাদের তিরোভাব।**

৪ঠা চৈত্র, ১৪২৫ (১৯ই মার্চ, ২০১৯) মঙ্গলবার পরিক্রমার চতুর্থ দিবস

শ্রীজহ্নুদ্বীপ ও মোদদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমণ

• জান্নগর—জহ্নুমুনির তপস্যার স্থান • মামগাছি—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাট • সিদ্ধবকুলতলা শ্রীসারঙ্গমুরারির শ্রীপাট • শ্রীমদনগোপাল ও শ্রীগোপীনাথ দর্শন।

৫ই চৈত্র, ১৪২৫ (২০শে মার্চ, ২০১৯) বুধবার পরিক্রমার পঞ্চম দিবস

শ্রীমায়াপুর (শ্রীঅন্তর্দ্বীপ) **পরিক্রমণ**

(শ্রীযোগপীঠ-মন্দির • শ্রীনৃসিংহ-মন্দির • শ্রীবাসাঙ্গন • অদ্বৈতভবন • শ্রীমুরারিগুপ্তভবন • শ্রীচন্দ্রশেখর ভবন • শ্রীচৈতন্যমঠ • শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সমাধি • শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী বাবাজী মহারাজের সমাধি • বল্লালদীঘি পরিক্রমণ।) সন্ধ্যায় শ্রীগুরুপূজা মহোৎসব ও শ্রীগৌরজয়ন্তীর শুভ অধিবাস।

৬ই চৈত্র, ১৪২৫ (২১শে মার্চ, ২০১৯) বৃহস্পতিবার

শ্রীশ্রীগৌরজয়ন্তীর ব্রতোপবাস • পূর্ণিমা অহোরাত্রব্যাপী শ্রীহরিকীর্ত্তন মহাযজ্ঞে সংকীর্ত্তনৈক পিতা **শ্রীশ্রীমদ্ গৌরহরির আবির্ভাব তিথি আরাধনা** • ভক্ত সম্মেলন • শ্রীগৌরমহিমা সূচক বক্তৃতা • শ্রীগৌরলীলা গ্রন্থপাঠ ও পারায়ণ • প্রদোষে **শ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথিপূজা ও রাত্রিতে শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা-প্রদর্শন ও শ্রীনাম সংকীর্ত্তন।**

৭ই চৈত্র, ১৪২৫ (২২শে মার্চ, ২০১৯) শুক্রবার

দিবা ৯।৫৩ মিঃ মধ্যে শ্রীগৌরজয়ন্তী ব্রতের পারণ।

মহাপ্রসাদ বিতরণ ও মহামহোৎসব সমাপ্তি।

দৈবানুরোধে ও প্রয়োজনানুসারে এই পঞ্জী পরিবর্ত্তন যোগ্য

বিশেষ দ্রষ্টব্য

(১) পরিক্রমায় যোগদানকারী সকল ভক্ত ও যাত্রীগণের নিকট নিবেদন দ্রব্যমূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় সহৃদয় ভক্তগণের সহযোগিতা একান্ত প্রার্থনীয়।

(২) যাত্রিগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক নিজ নিজ বিছানা, মশারী, গামছা, ঘটি, বাটি, টর্চ প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ সঙ্গে আনিবেন। বিনা টিকিটে ধামবাস করিয়া অপরাধ সঞ্চয় করিবেন না।

পথের পরিচয় ঃ বাহিরের যাত্রিগণ ট্রেনে শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে কৃষ্ণনগর সিটি জংসনে নামিয়া অটোরিক্সা যোগে অথবা হাওড়া ষ্টেশন হইতে শ্রীনবদ্বীপ ধাম ষ্টেশনে নামিয়া গঙ্গা পার হইয়া ১০ মিনিটে স্বরূপগঞ্জ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে পৌঁছিবেন।

-ঃ নিবেদন ঃ-

যাঁহারা পরিক্রমা অধিবাসের দুই-তিনদিন পূর্বে অথবা গৌরকথা সময় হইতে গোদ্রুমে আসিবেন তাঁহাদের সেবানুকূল্য অধিক দিতে হইবে।

Registered : KOL RMS/35/2016-2018

Date of Publication on 02/02/2019

SRI BHAKTIPATRA
PRINTED RELIGIOUS BOOK

PRINTED and PUBLISHED by Sri B. N. Nyasi Maharaj on Behalf of Gaudiya Mission Printed at Sri Bhagabat Press, 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Baghbazar, Kolkata - 700 003, and Published from 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Kolkata - 700 003.
Editor : Sri B. B. Parjatak Maharaj
R.N.I - 24718/73

এ বৎসরের প্রকাশিত নতুন গ্রন্থাবলী

(১) শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা (২) শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা ও শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য
(৩) শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ গীতি সংগ্রহ (৪) উদ্ধব সন্দেশ ও ভ্রমর গীতামৃত (৫) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা
(৬) শ্রীতুলসী ও তিলক মাহাত্ম্য (৭) গৌড়ীয় মঠাশ্রিত গৃহস্থ (৮) চৈতন্য শিক্ষামৃত
(৯) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (১০) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (ইংরাজী) হিন্দি। (১) ক্ষীরচোরা গোপীনাথ চরিতামৃত
(২) উপাখ্যান মে উপদেশ (৩) উপদেশামৃত শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

বিঃ দ্রঃ- পুরানো শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৫০ শতাংশ ছাড়ে দেওয়া হইতেছে। অতি শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

নিয়মাবলী

১। শ্রীভক্তি-পত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা। বৎসরের ১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীর দিন হইতে বৎসরারম্ভ।

২। শ্রীভক্তি-পত্রের বার্ষিক ভিক্ষা ৮০.০০ (আশি টাকা) মাত্র এবং উহা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার ভিক্ষা ৭.০০ (সাত টাকা মাত্র)।

৩। বৎসরের যে কোন সময় হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায়। গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে দুইমাস পূর্বে সম্পাদককে জানাইতে হইবে।

৪। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই নূতন বৎসরের জন্য ভিক্ষা অগ্রিম পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

৫। শ্রীভক্তি-পত্র ইংরাজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন ও অন্যথা কার্য্যালয়ে জানাইবেন।

৬। ঠিকানা পরিবর্তন করিলে যথা সময়ে শ্রীভক্তিপত্র কার্য্যালয়ে জানাইবেন। পত্রাদি ব্যবহারের সময় গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন।

৭। শ্রীভক্তি-পত্রে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি নকল রাখিয়া পাঠাইবেন। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রয়োজনবোধে লেখার কিছু অদল বদল গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৮। পত্রোত্তর পাইতে হইলে প্রয়োজনীয় ডাক টিকিট পাঠাইবেন অথবা রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে লিখিবেন।

৯। শ্রীভক্তি-পত্রের ভিক্ষা ও পত্রাদি সরাসরি শ্রীভক্তি-পত্রের কার্য্যালয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন, অন্যথায় ভিক্ষাদির অপ্রাপ্তি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না।

Address :
In-Charge,
Sri Bhaktipatra Office
Gaudiya Mission
16A, Kaliprasad Chakraborty Street
Baghbazar, Kolkata - 700 003
Mob. : 9903615586, 8420692952
E-mail : gaudiya@gaudiyamission.org
Visit us : www.gaudiyamission.org